আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ

বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ

المواهب اللدنية

ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মদ শিহাবুদ্দিন কাস্তালানী (রহ.)

আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ

বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ

বা

খোদার ঐশী উপহার

প্রিয় হযরত (ﷺ) জীবনাচার

(১ম খণ্ড)

মূলঃ

ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দিন

কাসৃতালানী আশ-শাফেয়ি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রকাশনায়ঃ

সাকলাইন প্রকাশন, বাংলাদেশ।

আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ

বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়্যাহ

বা

খোদার ঐশী উপহার

প্রিয় হযরত (ﷺ) জীবনাচার

(১ম খণ্ড)

মূল:

ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দিন কাস্‌তালানী আশ-শাফেয়ি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (ওফাত. ৯২৩ হিজরী)

বঙ্গানুবাদ:

মাওলানা মুহাম্মদ হাফিয আতিকুর রহমান

শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা (কামিল ফিকহ ১ম পর্ব)।

মুদার্‌রিস, কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাযিল (ডিগ্রি) মাদরাসা।

সম্পাদনায়:

আল্লামা মুফতি কাযি মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ

ফকীহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

সার্বিক তত্ত্বাবধান:

মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী, ঢাকা।

প্রকাশক, তাখরীজ:

মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

প্রকাশক, সাকলাইন প্রকাশন, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ: পহেলা মুহররম ১৪৪১ হিজরী, সেপ্টেম্বর ২০১৯

শুভেচ্ছা হাদিয়া: ৮৫০/=

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়: সাকলাইন প্রকাশন, বাংলাদেশ।

বাইণ্ডিং : হাসান বুক বাইণ্ডিং হাউস, 01830-138799

যোগাযোগ: দেশ-বিদেশের যে কোন স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে মোবাইল: 01723-933396, 01973-933396

হযরত আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) ও হযরত আমিনা (رضي الله عنها)'র নিকাহ/১০০
হামল (গর্ভ) মুবারক/১০১
হামল (গর্ভ) মুবারক হালকা আর ভারি না হওয়া/১০৩
হামল (গর্ভ) সময়সীমা/১০৬
হযরত আবদুল্লাহ (رضي الله عنه)'র ইন্তিকাল/১০৬
রাসূলপাক (ﷺ)'র বিলাদাতের নিদর্শন/১০৮
মিলাদ শরিফের ব্যাপারে অন্যান্য বর্ণনা/১১২
রাসুলে কারিম (ﷺ)'র বিলাদত শরিফের আশ্চার্য বিষয়াবলী/১১৯
রাসুলেপাক (ﷺ)'র খতনা মুবারক/১২১
রাসুলেপাক (ﷺ)'র খতনা মুবারক খতনার ব্যাপারে তিনটি বর্ণনা/১২৩
খতনার শরয়ি হুকুম/১২৪
খতনার হিকমাত/১২৬
বিলাদাত শরিফের তারিখ ও সময়/১২৭
বিলাদত শরিফের মাস/১২৮
বিলাদত শরিফের দিন/১২৮
বিলাদত শরিফের সময়/১৩০
লাইলাতুল কদর ও মিলাদ রজনী/১৩৪

হামল (গর্ভ) সময়সীমা ও শুভ আগমনের স্থান/১৩৫
বিলাদতের সময় দুগ্ধপান/১৩৫
মিলাদুন্নাবী (ﷺ)'র অনুষ্ঠান/১৩৭
মিলাদ শরিফের মাহফিলকে অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র রাখা/১৩৭
দুগ্ধপানের আলোচনা/১৩৮
হযরত হালিমা (رضي الله عنها)'র বর্ণিত হাদিস/১৩৮
দোলনার মধ্যে কথা বলা ও অপারাপর মু'জিযা সমূহ/১৪৩
বক্ষ মুবারক বিদরণ/১৪৪
প্রশ্নঃ রাসূলেপাক (ﷺ)'র কলব মুবারক বিশেষ থালায় ধৌত করা এটা কী হুযুরের জন্য নির্দিষ্ট নাকি অন্যান্য নবীগণ (عليهم السلام)'র সাথেও অনুরূপ করা হয়েছে?/১৪৭
প্রশ্নঃ কলব মুবারকে মোহর লাগানোর রহস্য কী?/১৪৮
বক্ষবিদারণ কয়েকবার হয়েছে/১৪৯
মোহরে নবুওয়াত/১৪৯
কতিপয় রিওয়ায়েতের উপর সমালোচনা/১৫৩
বর্ণনাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান/১৫৩
বিলাদত শরিফের সময় কী মোহরে নবুওয়াত ছিলো?/১৫৫
আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)'র নবুওয়াতের আলামত/১৫৬
হযরত আমিনা (رضي الله عنها)'র ইন্তেকাল/১৫৭
নবী কারিম (ﷺ)'র সম্মানিত পিতা মাতার নাজাত/১৬০
হুযুর (ﷺ)'র সম্মানিত মা-বাবার ঈমান সম্পর্কিত হাদিস/১৬২
সম্মানিত পিতা-মাতার নাজাত/১৬৩
সম্মানিত পিতা-মাতার নাজাতের ব্যাপারে দলিলসমূহ/১৬৪
ফিতরতের সময় ইন্তিকাল/১৬৪
সমস্ত নবীদের (আ.) পিতা-মাতা মুমিন/১৬৫
পূর্ববর্তী দলিলগুলোর উপর আপত্তি/১৬৭
নাজাতপ্রাপ্ত বিপক্ষীয়দের দলিল ও তাঁদের উপর আপত্তি/১৬৮
ইমাম আবু আবদিল্লাহ কর্তৃক ইমাম নববী (رحمة الله عليه) এর কথার উপর আপত্তি/১৭৩
এই মাস'আলায় মুসান্নিফ (رحمة الله عليه)'র রায়/১৭৬
নবুওয়াত প্রকাশ আগেকার হায়াতে মুবারাকা/১৭৮
সম্মানিত দাদা ও চাচার প্রতিপালনে/১৭৮
হুযুরের উসিলায় বৃষ্টিবর্ষণ/১৭৯

-"হযরত আব্দুল মুত্তালিব তাঁর সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ (ﷺ) কে নিয়ে বিবাহের জন্য বের করলেন। 'তাবালাহ' নামক স্থানে এক মহিলা গনকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন।[৯৬] সে ইহুদী মতবাদের সাথে সম্পর্ক রাখতো। আসমানি কিতাব পড়তে ছিলো। তার নাম 'ফাতেমা বিনতে মারসালা'। সে যখন হযরত আব্দুল্লাহ (ﷺ)'র চেহারা মুবারকে নবুওয়াতের নূর দেখলেন তখন একই কথা বললেন।"[৯৭] তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (ﷺ) ও হযরত আমিনা (ﷺ)'র নিকাহ:

তারপর হযরত আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে নিয়ে ওহাব বিন আবদে মুনাফ বিন যোহরার কাছে গেলেন আর তিনি নসব এবং শরাফাতের কারনে বনু যোহরা গোত্রের সর্দার ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সাহেবযাদী হযরত আমিনা (ﷺ) কে হযরত আব্দুল্লাহ (ﷺ)'র সাথে শাদী দিলেন। এ সময় হযরত আমিনা (ﷺ) তাঁর বংশ এবং মর্যাদার কারনে কুরাইশদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রমনী ছিলেন। (পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে) মিনার দিন সমূহে সোমবার জামরার পাশে শিয়াবে আবি তালিবে তার নৈকট্যে যান। রাসূলেপাক ﷺ তাঁর শেকম মুবারকে তাশরিফ আনলেন। অতঃপর, সেখান থেকে বের হয়ে পূর্বদিন যে রমনীগণ তাকে প্রস্তাব করেছিলো তাদের পাশ দিয়ে গমন কালে হযরত আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাসা করলেন, গতকাল তোমরা আমার কাছে প্রস্তাব রেখেছিলে কিন্তু আজ করছো না কেনো?

فَقَالَتْ: فَارَقَكَ النُّورُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ بِالْأَمْسِ، فَلَيْسَ لِي بِكَ الْيَوْمَ حَاجَةٌ. إنما أردت أن يكون النور فى فأبى الله، إلا أن يجعله حيث شاء.

-"উত্তরে তারা বললেন, আপনার থেকে ওই নূর মুরারক পৃথক হয়ে গেছে যা আপনার কাছে ছিল। এজন্য আজ আমাদের কাছে আপনার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার ইচ্ছা ছিলো ওই নূর মুবারকের সৌভাগ্য অর্জন করার। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তা কবুল করেনি। তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই রাখলেন।"[৯৮]

---

৯৬ . এটি ইয়ামানের একটি শহর ছিল। এটিকে অনেকে তাহামাহও বলে থাকেন। (দেখুন-মু'জামুল বালাদান, ২/৯ পৃ.)

৯৭ . ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নবুওয়াত, ১ম খণ্ড, ১৩১ পৃ. হা/৭৪, ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা, ১/৭৭ পৃ., ইমাম দিয়ার বকরী, তারিখুল খামিস, ১/১৮৪ পৃ., ইমাম ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩০৮ পৃ., ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/৫৯ পৃ., ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩২৭ পৃ.

৯৮ . ইমাম ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩০৭ পৃ., ইমাম ইবনে আছির, আল-কামিল, ১/৬১১ পৃ., ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/৬০ পৃ., ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩৩০ পৃ.

হামল (গর্ভ) মুবারক:

হযরত আমিনা (رضي الله عنها) যখন রাসূলেপাক ﷺ কে শেকম মুবারকে ধারণ করলেন, তখন অগণিত আশ্চর্য বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বিলাদত শরিফে ধারাবাহিক আশ্চর্য এবং দুর্লভ বিষয় পাওয়া গেছে। 'তাযকিরাহ নিগার' গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) এর পবিত্র নুতফা[৯৯] এবং মুহাম্মদী মুক্তা যখন হযরত আমেনা (رضي الله عنها) এর ঝিনুক মুবারকে (শেকম মুবারকে) তাশরিফ আনলেন তখন মালাকুত এবং জাবারুত জ্ঞাতে ঘোষণা করা হল যে, পুত এবং মর্যাদাপূর্ণ স্থানকে সুগন্ধময় করো, অনুরূপ (আসমান ও এর আশেপাশে) তাজিমের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করো। নৈকট্যবান ফিরিশতাদের থেকে নির্বাচিত ফিরিশতাদের জন্য পবিত্র কাতারে ইবাদতের সিজদা বিছিয়ে দাও। এরা এমন ফিরিশতা যাঁরা সত্যবাদিতা এবং স্বচ্ছতার গুনে গুনান্বিত।

فقد انتقل النور المكنون إلى بطن آمنة ذات العقل الباهر، والفخر المصون، قد خصها الله تعالى القريب المجيب بهذا السيد المصطفى الحبيب، لأنها أفضل قومها حسبا وأنجب، وأزكاهم أصلا وفرعا وأطيب.

-"আজ গোপন নূর (নূরে মুহাম্মদী) হযরত আমিনা (رضي الله عنها)'র বতন (পেট) মুবারকে তাশরিফ রেখেছেন। যিনি (হযরত আমেনা رضي الله عنها) বড় বুদ্ধীমতি এবং বংশ আর আভিজাত্যের কারনে প্রশংসনীয় এবং ত্রুটি মুক্ত। সবচেয়ে নৈকট্যবান এবং প্রার্থনা কবুলকারী আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আমিনা (رضي الله عنها) কে এই সর্দার মুস্তফা আল্লাহর হাবিব (ﷺ)'র সাথে খাস করেছেন। কেননা বংশগত দিক থেকে হযরত আমিনা (رضي الله عنها) তাঁর গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং মূল ও শাখা প্রশাখার দিক থেকে সবচেয়ে পুতঃপবিত্র।"

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তাশতারি (رحمه الله) ইমাম খতিব বাগদাদী (হাফিয আবু বকর আহমদ বিন আলী বিন ছাবিত)'র বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা যখন হযরত আমিনা (رضي الله عنها)'র বতন মুবারকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তখন ছিলো রজব মাসের জুম'আ রাত। আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের প্রহরী রিদুয়ান ফিরিশতাকে জান্নাতুল

---

৯৯. এটি একটি ঐ তিহাসিকের অভিমত অভিমত। সামনে অন্য বর্ণনায় হযরত মা আমেনা (رضي الله عنها)'র গর্ভে নূর স্থাওরিত হয়েছে বলে হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (رضي الله عنه)'র বর্ণনা উল্লেখ করেছেন বলে আমরা দেখবো।

ফেরদাউসকে খুলে দেয়ার হুকুম দিলেন। একজন আহবানকারী আসমান-যমিনে ঘোষণা দিয়ে বলেন,

ألا إن النور المخزون المكنون الذى يكون منه النبى الهادى،

শোন! ওই নূর যা গোপন ভান্ডার তা হতে হিদায়াতকারী মুহাম্মদ (ﷺ) তাশরিফ আনবেন। এ রাতে তাঁর মুহতারামা মায়ের শেকমে তাশরীফ নিলেন। সেখানে তাঁর সৃষ্টির পূর্ণতা লাভ করলো। আর তিনি মানুষের নিকট বশীর এবং নাযীর হয়ে তাশরীফ আনবেন।[১০০]

আর হযরত কাব বিন আহবার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনার মধ্যে রয়েছে এ রাতে আসমান এবং এর উপরী অংশে, পৃথিবী এবং এর এমন অংশে তাঁর পাশে রয়েছে ঘোষণা দেয়া হল-

أن النور المكنون الذى منه رسول الله- ﷺ - يستقر الليلة فى بطن آمنة،

ওই সুরক্ষিত নূর মবারক যা হতে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) সৃষ্টি হবেন তা হযরত আমেনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর শেকম মুবারকে তাশরীফ আনছেন।

হযরত মা আমেনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর জন্য শুভ সংবাদ, তাঁর জন্য সুসংবাদ। তিনি বলেন, এ দিন দুনিয়ার সকল প্রতীমা অন্ধ হয়ে গেলো, আর কুরাইশরা যে শক্ত মহামারী এবং দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল, (তা দূরিভূত হয়ে) তাদের জন্য পৃথিবী সবুজ শ্যামল হল, বৃক্ষ ফলে পরিনত হল এবং চার পাশ থেকে তাদের জন্য কেবল কল্যাণই আসতে লাগলো। সুতরাং যে বৎসর রাসূলে পাক (ﷺ) এর নূর মুবারক তাঁর সম্মানিত মায়ের শেকম মুবারকে স্থানান্তির হয়েছেন এই বৎসরকে বিজয় এবং আনন্দের বছর বলা হতে লাগলো।[১০১]

অভিধান মতে طُوبٰى শব্দটি পবিত্র, কল্যাণ এবং উত্তম অর্থে ব্যবহার হয়। এমনটি 'কামুসুল মুহিত' গ্রন্থাকার (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন। অপারাপর ভাষার মধ্যে এর অর্থ খুশী এবং চক্ষুশীতল হওয়ার অর্থে ব্যবহার হয়। ইমাম দাহ্হাক (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এর অর্থ উপহার।

হযরত ইকরামা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এর অর্থ নিয়ামত সমূহ। হাদিসে পাকে এসেছে-

طُوبَى لِلشَّامِ فإن الملائكة باسطة أجنحتها عليها

---

১০০. ইমাম দিয়ার বকরী, তারিখুল খামিস, ১/১৮৪ পৃ.

১০১. ইমাম দিয়ার বকরী, তারিখুল খামিস, ১/১৮৪ পৃ.

-"শামের জন্য মুবারক হোক, কেননা ফেরেশতাগণ এর উপর তাদের ডানা খুলে দাঁড়ানো রয়েছে।"[১০২]

এখানে এ শব্দটি طيب থেকে فعلى এর ওজন طوبى হয়েছে। এর দ্বারা জান্নাত এবং তুবা বৃক্ষ উদ্দেশ্য নয়।

হামল (গর্ভ) মুবারক হালকা আর ভারি না হওয়াঃ

তাবেয়ী ইমাম ইবনে ইসহাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র বর্ণনাকৃত হাদিসের মধ্যে রয়েছে, হযরত আমেনা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, যখন তিনি রাসূলে পাক (ﷺ) কে সাথে নিয়ে হামেলা ছিলেন, তখন তাঁর কাছে কেউ একজন এসে বললেন,

إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

-"নিশ্চয়ই এই উম্মতের সর্দার আপনার শেকম মুবারকে তাশরিফ এনেছেন।"[১০৩]

তিনি বলেন, আমার মধ্যে হামলের কিছুই অনুভব হচ্ছে না এবং একে ভারি বলেও অনুভব হচ্ছে না এবং এমন কোন কিছুর ইচ্ছাও হচ্ছে না সাধারণত যা মহিলাগণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে আমার হায়িয বন্ধ হয়ে গেছে। আমি একদা নিদ্রাকালে কেউ একজন এসে বললো, আপনার কী অবগত আছে যে, আপনার শেকম মুবারকে সমস্ত সৃষ্টির সর্দার রয়েছেন। অতঃপর তার পক্ষ থেকে আমার কাছে অবকা আসল। যখন বেলাদতের সময় ঘনিয়ে আসল, তিনি এসে বলতে লাগলেন-

أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ

"আমি এ শিশুকে সমস্ত মন্দ থেকে আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয়ে হিফাযাত রাখলাম"।[১০৪] অতঃপর তাঁর নাম রাখবেন মুহাম্মদ (ﷺ)।

---

১০২. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৮ পৃঃ আবওয়াবুল মানাকিব, হা/৩৯৫৪, তিনি বলেন, হাদিসটি 'হাসান'। ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২/২৪৯ পৃ. হা/২৯০০, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩৫/৪৮৩ পৃ. হা/২১৬০৬, আহলে হাদিস আলবানীও, এটিকে হাদিসটি সহীহ বলেছেন। দেখুন-সহীহুল জামে, হা/৩৯২০

১০৩. তবে ইমাম ইবনে সা'দ (ওফাত. ২৩০ হি.)-এর বর্ণনায় এসেছে-

قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا. وَذَلِكَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ.

-"আপনি এই উম্মতের সর্দার এবং নবী আপনার শেকম মুবারকে তাশরীফ এনেছেন। আর তা ছিল সোমবার।" (ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা, ১/৭৯ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।)

তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহমতুল্লাহি আলাইহি) ছাড়া অন্যান্যদের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে তাকে এই তাবিজটি দিন। তিনি বলেন, আমি যখন বিশ্রামে ছিলাম আমার মাথার পাশে স্বর্ণের একটি পাত্রে লেখা ছিল-

أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ .....مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ

-"আমি এই নবজাতককে প্রত্যেক হিংসুক এবং খারাপের অনিষ্টা হতে মহান আল্লাহর আশ্রয়ে দিলাম।"

وَكُلِّ خَلْقٍ رَائِدْ.....مِنْ قَائِمٍ وَقَاعِدْ

"প্রত্যেক মন্দ তালাশকারী হতে সে দাঁড়ানো হোক কিংবা বসা হোক"।

عَنِ السَّبِيلِ عَانِدْ.....عَلَى الْفَسَادِ جَاهِدْ

"যে সোজা পথে প্রতিবন্ধক এবং বিশৃঙখলা করার জন্য প্রচেষ্টায় রয়েছে"।

مِنْ نَافِثٍ، أَوْ عَاقِدْ.....وَكُلِّ خَلْقٍ مَارِدْ

"প্রত্যেক যাদুকর, গিঠ্রাবন্ধনকারী এবং উদ্ধতকারী হতে"।

يَأْخُذُ بِالْمَرَاصِدْ.....فِي طَرْقِ الْمَوَارِدْ

"যে পানির রাস্তার মধ্যে ওতঁপেতে বসে আছে।"

ইমাম হাফিয আবদুর রাহিম ইরাকী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কোন কোন ইতিহাসবেত্তা এই কবিতা গুলো এভাবে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিস থেকে করার (স্থায়িত্ব) দিয়েছেন। তবে এর কোন ভিত্তি নেই। হযরত শাদ্দাদ বিন আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বনু আমেরের এক ব্যক্তি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনার মুয়াসেলার স্বরূপ কী? তিনি বললেন, আমার শানের প্রকাশ এভাবে হয়েছে যে, আমি আমার পিতা (পর দাদা) হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) এর প্রার্থনা, আমার ভাই হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর শুভসংবাদ, আমার পিতা-মাতার সর্বপ্রথম সন্তান (এবং সর্বশেষ সন্তান) অন্যান্য রমনীদের

---

১০৪ . ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃ., ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ২/৫১৪ পৃ. হা/১৩২৫, ইবনে হিশাম, সিরাতে নববিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃ:, ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত, ১ম খণ্ড, ৮২ পৃ., তিনি এ হাদিসটির সাহাবী পর্যন্ত পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেছেন। ইমাম দিয়ার বকরী, তারিখুল খামিস, ১/১৮৬ পৃ., ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/৬৯ পৃ., ইমাম সুহাইলী, রওযুল উনূক, ২/৯২ পৃ., আল্লামা ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩২৮ পৃ., ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা, ১/৭৯ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম ইবনে আছির, আল-কামিল ফিত তারিখ, ১/৪১৭ পৃ., ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩২৩ পৃ.

ন্যায় আমার মতোও হামলের ব্যথা অনুভব করেছেন এবং তাঁর সঙ্গীনীদেরকে এ ব্যাপারে অভিযোগ করতে লাগলেন,

إن أمى رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الَّذِي فِي بَطْنِهَا نورٌ

-"অতঃপর আমার সম্মানিত মাতা স্বপ্নে দেখেন, তাঁর বতন মুবারকে যা কিছু আছে তা নূর।"[১০৫]

এ হাদিসে রয়েছে তাঁর সম্মানিত মাতা হামলের ব্যথা অনুভব করেছেন অথচ অন্যান্য হাদিসের মধ্যে আছে তিনি ব্যথা অনুভব করেননি।

ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এ দু'হাদিসকে একত্রিত করে বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় একটু ভারি অনুভব হয়েছে, অতঃপর হামল যখন পরিপূর্ণ হল তখন পাতলা হয়ে গেছে। দু'অবস্থার মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থার বৈপরীত বিদ্যমান।

ইমাম আবু নুয়াইম (রহমতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, হযরত আমেনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হামল মুবারকের দলীল হলো যে, এ রাতে কুরাইশদের প্রত্যেক জন্তু কাবা ঘরের শপথ করে বলতে লাগলো, হযরত আমেনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর শেকম মুবারকে রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাশরিফ এনেছেন,

وهو إمام الدنيا وسراج أهلها

-"তিনি সমস্ত দুনিয়াবাসীর ইমাম এবং প্রদীপস্বরূপ।" দুনিয়ার সকল বাদশাদের সিংহাসন উপুড় হয়ে পড়লো, মুশরিকের সকল জন্তু শুভসংবাদ দেয়ার জন্য মাগরিবের জঙ্গলে পালিয়ে আসলো, অনুরূপ সমুদ্রের সকল প্রাণীও একে অপরকে শুভসংবাদ দিতে লাগলো। আর হামলের প্রতিটি মাসে তারা আসমান-জমিন থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেল যে, তোমাদের জন্য শুভসংবাদ, সময় এসেছে যে, আবুল কাশেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বরকত সহকারে প্রকাশ হচ্ছেন। এ হাদিসটির সনদ খুবই দুর্বল।

অন্যান্য বর্ণনায় আছে এ দিন এমন কোন স্থান ছিল না যা আলোকিত হয়নি। প্রত্যেক স্থানেই এ দিন নূর ছিল এবং জন্তুরা কথা বলতে লাগলো।

---

১০৫ . ইমাম ইবনে আছির, আল-কামিল ফিত তারিখ, ১/৪২০ পৃ., মুত্তাকী হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১১/৩৮৫ পৃ. হা/৩১৮৩৬ এবং ১২/৪৬০ পৃ. হা/৩৫৫৫৯, ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/৭৩ পৃ.

হামল (গর্ভ) সময়সীমাঃ

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন আয়েদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, নবী আকরাম (ﷺ) তাঁর সম্মানিত মায়ের বতন মুবারকে পূর্ণ নয় মাস তাশরিফ ছিলেন। এ সময়ে হযরত আমেনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বতন মুবারকে কোন ব্যাথা ছিল না। সাধারণত গর্ভবর্তী মহিলারা যেরূপ ব্যাথা অনুভব করে তিনি তা হতে মাহফুজ ছিলেন। তিনি আল্লাহর শপথ করে বলেন-

والله ما رأيت من حمل هو أخف منه ولا أعظم بركة منه.

-"আমার থেকে এতো হালকা ও ভয়-ভীতিহীন হামল আমি আর কারো দেখিনি।"[১০৬]

হযরত আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ইন্তিকাল

হামল মুবারক যখন দু'মাস পূর্ণ হলো তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করলেন। এটাও বলা হয়েছে যে, রাসূলেপাক ﷺ দোলনায় থাকাকালীন তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইমাম (হাফিয আবু বশর মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন হাম্মদ বিন সাঈদ আনসারী) দুলাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একথাটি বলেছেন।

ইমাম ইবনে আবি খায়ছামাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এসময় রাসূলে পাক (ﷺ) দু'মাস বয়সী ছিলেন।

কেউ কেউ সাত মাসের কথা বলেছেন, আবার কেউ কেউ বলেছেন আঠাশ মাস।[১০৭] তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন কুরাইশদের সাথে ব্যবসায় হতে ফিরছিলেন তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন, তাঁরা মদিনা শরিফ থেকে ফিরছিলেন, (তখন এর নাম ইয়াসরিব ছিলো) তিনি আদী বিন নাজ্জারের নিকট থেমে গেলেন যিনি ছিলেন তাঁর মামা। সেখানে তিনি দীর্ঘ একমাস অসুস্থ অবস্থায় কাটালেন। অন্যান্য সফর সঙ্গীরা মক্কা শরিফে ফিরে আসলে হযরত আবদুল মুত্তালিব তাদের কাছে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তারা বললেন, তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় সেখানে রেখে এসেছি। হযরত আবদুল মুত্তালিব তাঁর ভাই হারিসকে পাঠিয়ে জানতে পারলেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং 'দারুন নাবিয়া' নামক স্থানে

---

১০৬. ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/৭৬ পৃ.

১০৭. ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়ত, ১/১৮৭ পৃ.

তাঁকে দাফন করা হয়েছে। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তাঁকে 'আবওয়া' নামক স্থানে দাফন করা হয়েছে।

হযরত আমিনা (رضي الله عنها) তাঁর ইন্তেকালে নিম্মোক্ত কবিতা পাঠ করেন-

عفا جانب البطحاء من آل هاشم ... وجاور لحدا خارجا فى الغمائم

"বুন হাশেমের বাতহা উপত্যকা শূন্য হয়ে গেলো, তিনি এমন কবরে চলে গেলেন যা তাঁর ঘর থেকে দূরে"।

دعته المنايا دعوة فأجابها ... وما تركت فى الناس مثل ابن هاشم

"মৃত্যু তাকে ডাক দিলে তিনি সাড়া দিয়েছেন, আর মৃত্যু তাঁর মত যুবককে ছেড়ে দেয় নি"।

عشية راحوا يحملون سريره ... تعاوره أصحابه فى التزاحم

"যে রাতে তিনি তাঁর চতুষ্পদ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, তখন ভিড়ের কারণে একে অন্যকে সমস্যার কারণে পাকড়াও করেছে।

فإن تك غالته المنايا وريبها ... فقد كان معطاء كثير التراحم

"যদিওবা মৃত্যু এবং হাদিসাত তাঁকে আনমনা করেছে কিন্তু তিনি অনেক বেশি উপঢৌকন দানকারী এবং সীমাহীন দয়ালু ছিলেন"।

হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (رضي الله عنه) যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন ফেরেশতারা (عليهم السلام) বলতে লাগলেন, হে আমাদের মাবুদ আমাদের মালিক, আপনার নবী তো এতিম হয়ে গেলেন, তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, আমি তাঁর হেফাজতকারী এবং সাহায্যকারী।[১০৮]

ইমাম জাফর সাদেক (رضي الله عنه) থেকে জিজ্ঞাসা করা হল,

وَقِيلَ لِجَعْفَرٍ الصَّادِقِ: لِمَ يُتِّمَ النبي ﷺ مِنْ أَبَوَيْهِ؟ فَقَالَ: لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ.

-"নবী কারিম (ﷺ) কে কেনো তাঁর পিতা থেকে এতিম করা হলো? তিনি বললেন- এ জন্য যে, তাঁর উপর মাখলুকের কোনো হক্ব বাকি না থাকে।" ইমাম আবু হায়্যান (মুহাম্মদ বিন ইউসুফ) আন্দুলুসী (رحمه الله) তাঁর তাফসিরে আল-বাহরুল মুহিত নামক কিতাবে এ কথাটি বর্ণনা করেছেন।[১০৯]

---

১০৮ . ইমাম দিয়ার বকরী, তারিখুল খামিস, ১/১৮৭ পৃ.

১০৯ . ইমাম আবু হাইয়্যান আন্দুলসী, তাফসিরে বাহরুল মুহিত, ১০/৪৯৭ পৃ., আল্লামা ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩৩১ পৃ.

রাসূলপাক (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)'র
বিলাদাতের
নিদর্শন

ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) হযরত উমর বিন কুতাইবা (রহমতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি ইলমের পাত্র (ভাণ্ডার ছিলেন), তিনি বলেন, হযরত আমিনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র বিলাদতের সময় নিকটবর্তী হল, তখন আল্লাহ তা'য়ালা ফিরিশতাদেরকে বললেন, সমস্ত আসমান আর জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দাও, সূর্যকে সেদিন বড়ো নূর পরিধান করানো হলো, আর এ বৎসর আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বরকতে দুনিয়ার সমস্ত রমনীকে হামেলা হতে অনুমতি দিলেন। এই হাদিসের (সনদের) উপর তাআন (অভিযোগ) করা হয়েছে।

ইমাম আবু সাঈদ আব্দুল মালেক নিশাপুরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর কিতাব 'আল-কাবীর' এ উল্লেখ করেছেন, যেমনটি "কিতাবুস সাআদাত ওয়াল বুশরা" এর মুসান্নিফ (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত কাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এক দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা নকল করেন, তিনি বলেন, হযরত আমেনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেছেন যে, হামল যখন ছয় মাস অতিক্রান্ত হলো, তখন স্বপ্নে কেউ একজন এসে বললেন, হে আমেনা! আপনি সৃষ্টি কুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবকে নিয়ে হামেলা (গর্ভধারণ) হয়েছেন। তিনি যখন তাশরীফ আনবেন তাঁর নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাখবেন এবং নিজ বিষয়টি গোপন রাখবেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক রমনীর ন্যায় আমার সাথে যখন অনুরূপ আচরণ করা হল (বেলাদতের সময় হল) কোন নারী-পুরুষই আমার ব্যাপারে জানতো না। ঘরে ছিলাম আমি একাকী। হযরত আব্দুল মুত্তালিব তখন তাওয়াফ করছিলেন। তখন আমি কেউ পড়ে যাওয়ার ভয়ানক শব্দ শুনতে পেলাম। এক ভয়ানক কর্মকান্ড ঘটলো। তারপর দেখলাম শুভ্র একটি পাখি এসে আমার অন্তর মাসেহ করলো। ফলে আমার ভয় দূরীভূত হল। তারপর দেখলাম সাদা শরবত, আমি তা গ্রহণ করলে আমার বড় ধরনের নূর অর্জন হল। অতঃপর আমি কতিপয় রমনীকে দেখতে পেলাম যারা (লম্বার মধ্যে) খেজুর বৃক্ষের মত। মনে হল তারা আবদে মানাফের কন্যা। তারা আমাকে ঘিরে ধরলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলাম, হে আমাকে সাহায্য কর, এরা আমার ব্যাপারে কিভাবে জানলো?

অন্য বর্ণনায় আছে, তারা আমাকে বলতে লাগলেন, আমি ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া (আলাইহাস সালাম), আমি ইমরানের কন্যা মারিয়াম (আ.) আর এরা হচ্ছেন

জান্নাতের হুর। আমি কঠিন সমস্যায় পড়লাম আর পূর্বের থেকে আরো বেশি কড়া শব্দ শুনতে পেলাম এবং আমি অধিক ভয়ের মধ্যে ছিলাম।

আমি এমন অবস্থায় ছিলাম যে, আসমান-যমিনের মাঝখানে রেশমি কাপড় টাঙানো হলো। তখন কেউ বলতে লাগলেন তাকে মানুষের চোখের অন্তরায় করো (অর্থাৎ বেলাদতের সময়) হযরত আমেনা (رضي الله عنها) বলেন, আমি কতিপয় লোককে দেখলাম যে, বাতাসের মধ্যে (শূন্যের মধ্যে) দাঁড়িয়ে রইলেন, তাদের হাতে রূপার বদনা। তারপর দেখলাম যে, একদল পাখি সামনের দিখে যাচ্ছে, এই দলটি আমার হুজরাকে ঘিরে রাখলো। এদের ঠোঁট যামরূদের এবং ডানা ইয়াকুতের।

نكشف الله عن بصرى فرأيت مشارق الأرض ومغاربها،

'অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আমার চোখের পর্দা উঠিয়ে নিলেন, ফলে আমি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম দেখতে পেলাম।' তিনটি পতাকা ঢাকানো অবস্থায় দেখলাম। একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে এবং তৃতীয়টি কা'বা শরিফের ছাদের উপর। এখন বিলাদতের সময় হলো এবং রাসূলেপাক (ﷺ) তাশরিফ আনলেন। আমি দেখলাম যে, তিনি সিজদা অবস্থায় এবং তাঁর আঙ্গুল মুবারক আসমানের দিকে অত্যন্ত বিনয়ী এবং নম্রতা সহকারে উঠালেন।

তারপর দেখলাম শুভ্র মেঘ যা আসমান হতে এসে তাঁকে ঢেকে ফেললো এমনকি তিনি আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর কেউ একজন বলতে লাগলেন, তাকে (এ শিশুকে) পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম ঘুরাও এবং সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাও যাতে সকলেই তাঁর নাম, সিফাত এবং অবয়বের সাথে চিনে এবং তাদের জানা হয়ে যায় যে, তাঁর সম্মানিত নাম মুবারক মাহী (গুনাহ মিটানে ওয়ালা) তাঁর সময়ে শিরক পরিপূর্ণভাবে দূরীভূত হবে। অতঃপর মেঘগুলো চলে গেলো (আমি তাঁকে দেখতে পেলাম)।

এই হাদিসের সনদ নিয়েও অনেক কথা রয়েছে।[১১০]

ইমাম খতীবে বাগদাদী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)ও তাঁর সনদ সহকারে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, যেমনিভাবে "আস-সাআদাত ওয়াল বুশরা"র গ্রন্থকার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন

---

১১০ . ইমাম দিয়ার বকরী, তারিখুল খামিস, ১/২০২ পৃ. এগুলো সামান্য দুর্বলতা। এজন্য ইমাম জুরকানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম কাস্তালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন,

ذكر ولينبه عليه؛ لشهرته في المواليد.

-"মুসান্নিফ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন, মিলাদ শরীফের ব্যাপারে এ বর্ণনাটি মারুফ এবং মাশহুর।" (আল্লামা জুরকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ১/২১২ পৃ.)

যে, হযরত আমেনা (رضي الله عنها) বলেন, আমি বড় একটি মেঘপুঞ্জ দেখলাম যার মধ্যে উজ্জলতা ছিল। তাতে ঘোড়ার শব্দ, ডানার স্পন্দন এবং মানুষের কথাবার্তা শুনেছি। শেষমেষ তা রাসূলে পাক (ﷺ) কে ঢেকে ফেললো এবং তিনি আমার অন্তরায় হলেন। এ সময় একজন ঘোষণাকারীকে বলতে শুনলাম, নবী আকরাম (ﷺ) কে পৃথিবীর সমস্ত স্থানে ঘুরাও, আর তাঁকে প্রত্যেক প্রাণীর উপর পেশ করুন, তা জিন হোক বা মানুষ, ফেরেশতা হোক বা পাখী, অথবা তা অন্য কোন জন্তু হোক। আর তাঁকে হযরত আদম (عليه السلام) এর চরিত্র, হযরত শীষ (عليه السلام) এর মারেফাত, হযরত নূহ (عليه السلام) এর বীরত্ব, হযরত ইবরাহীম (عليه السلام) এর বন্ধুত্ব, হযরত ইসমাঈল (عليه السلام) এর জবান, হযরত ইসহাক (عليه السلام) এর সন্তুষ্টি, হযরত ছালেহ (عليه السلام) এর ফাসাহাত, হযরত লূত (عليه السلام) এর প্রজ্ঞা, হযরত ইয়াকুব (عليه السلام) এর শুভসংবাদ, হযরত মূসা (عليه السلام) এর শিদ্দাত, হযরত আইয়ুব (عليه السلام) এর ধৈর্য্য, হযরত ইউনুস (عليه السلام) এর আনুগত্য, হযরত ইউশা (عليه السلام) এর জিহাদ, হযরত দাউদ (عليه السلام) এর আওয়ায, হযরত দানিয়াল (عليه السلام) এর মুহব্বত, হযরত ইলিয়াস (عليه السلام) এর সম্মান, হযরত ইয়াহইয়া (عليه السلام) এর ইসমাত, এবং হযরত ঈসা (عليه السلام) এর দুনিয়া বিমুখতা দান করুন এবং তাঁকে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের (আ.) আখলাকের (সমুদ্রে) ভিজানো হোক।

হযরত আমিনা (رضي الله عنها) বলেন, অতঃপর আমার সামনে অন্ধকার ঘণীভুত হলো, তারপর দেখলাম একটি সাদা এবং সবুজ রেশমি কাপড় ভালোভাবে বিছানো হলো। তাঁর হাত মুবারক মুষ্টিবদ্ধ ছিল তা হতে পানি বেরুচ্ছিল। তখন একজন ঘোষক বলতে লাগলেন, থামো থামো। সমস্ত দুনিয়া হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর করায়াত্বে, পৃথিবীর সবকিছু সানন্দে তাঁর করায়াত্বে আসছে। তিনি বলেন, তারপর আমি তাঁকে দেখলাম যে, তাঁকে চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমা চাঁদের মতো মনে হল। তাঁর সুগন্ধি স্বচ্ছ কস্তুরীর মতো ছড়াচ্ছে। তিন ব্যক্তি আসলেন, তম্মোধ্যে একজনের হাতে রূপার বদনা, দ্বিতীয় জনের হাতে সবুজ যমরদের থালা আর তৃতীয় জনের হাতে সাদা রেশম। তিনি এটা খুলে সেখান থেকে এমন একটি আঙটি বের করলেন যা দেখলে দর্শকদের চোখ হয়রান হয়ে যায়। তিনি এটাকে ওই লোটা দিয়ে সাতবার ধৌত করলেন। তারপর তাঁর দু'স্কন্ধের মাঝে মোহর লাগানো হল। এরপর তাঁকে রেশমী কাপড়ে শুয়ায়ে উঠানো হলো

এবং সামান্য মুহূর্তের জন্য নিজের ডানার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তারপর আমার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হলো।

এ হাদিসটি ইমাম আবু নুয়াইম (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আর এ হাদিসটির সনদ মুনকার বা যঈফ।

মিলাদ শরিফের ব্যাপারে অন্যান্য বর্ণনা

হাফিয আবু বকর বিন আয়িজ (রহ.) তাঁর কিতাবে "আল-মাওলুদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যেমনটি তাঁর থেকে শায়খ বদরুদ্দীন যারকুশী (রহ.) শরহে বুরদাতুল মাদীহ এর মধ্যে নকল করেছেন যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলে পাক (ﷺ) এর বেলাদত শরীফ হন, তখন জান্নাতের প্রহরী ফেরেশতা রিদুয়ান তাঁর কান মুবারকে বলেন, হে রাসূল ﷺ আপনার জন্য মুবারক! আপনাকে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) এর ইলম দান করা হয়েছে। সুতরাং আপনিই সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর আপনার কলব মুবারক সবার চেয়ে বীরত্বে পরিপূর্ণ।

হযরত মুহাম্মদ বিন সাদ (রহ.) একদল মুহাদ্দিসে কেরাম থেকে বর্ণনা করেন যাদের মধ্যে হযরত আতা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও রয়েছেন। হযরত আমেনা বিনতে ওহ্হাব (রা.) বলেন,

فَلَمَّا فَصَلَ مِنِّي خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ.

'তিনি যখন আমার থেকে পৃথক হলেন, তাঁর সাথে এমন একটি নূর বের হলো যাদ্বারা তাঁর জন্য মাশরিক এবং মাগরিবের মাঝে অতি উজ্জল করা হলো।' তারপর তিনি মাটির উপর হাত মুবারক লাগিয়ে তাশরিফ আনেন। তারপর তিনি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে মাথা মুবারক আসমানের দিকে উঠালেন।[১১১]

ইমাম তাবরানি (রহ.) বর্ণনা করেন- তিনি যখন যমিনে তাশরিফ আনেন তাঁর হাত মুবারক বন্ধ ছিলো এবং তিনি তাঁর আঙ্গুল মুবারক দ্বারা এমনভাবে ইশারা করেছিলেন, যেমনিভাবে কেউ তার হাতের আঙ্গুল দ্বারা তাসবিহ পাঠ করেন।[১১২]

হযরত উসমান বিন আবুল আ'স (রা.) তাঁর মাতা হযরত উম্মে উসমান সাকাফিয়্যাহ ফাতেমা বিনতে আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

---

১১১ . ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাত, ১ম খণ্ড, ৮১ পৃ.

১১২ . ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/৮০ পৃ., ইমাম সুহাইলী, রওযুল উনূফ, ২/৯৫ পৃ., ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩৪৩ পৃ., ইমাম মুকরিযি, ইমতাউল আসমা, ১/৮ পৃ.

حَضَرْتُ وِلَادَةَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَرَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وُضِعَ قَدْ امْتَلَأَ نُورًا، وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ

-"যখন রাসূলে পাক (ﷺ) এর আগমন ঘটলো আমি দেখলাম পুরো ঘর নূরের দ্বারা পরিপূর্ণ হল আর আমি দেখলাম যে, তারা গুলো এতো কাছে এসেছে যে, আমার মনে হল তা আমার উপর খসে পড়বে।" এ হাদিসটি ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন।[১১৩]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), হযরত বায্যার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম তাবরানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম হাকেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ইরবাজ বিন সারিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেন,

إِنِّي عَبْدُ اللهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ،

-"আমি (ওই সময়ে) আল্লাহ তা'য়ালা বান্দা এবং নবী ছিলাম যখন হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) তাঁর খমিরার মধ্যে ছিলেন।"

অচিরেই আমি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে বলবো, আমি আমার পিতা (পূর্ব দাদা) হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর দোয়া, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর শুভ সংবাদ, এবং আমার মায়ের স্বপ্ন যা তিনি দেখেছেন। সমস্ত নবীগণের (আ.) মা এরূপ স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি বলেছেন,

وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ

-"নবী করীম (ﷺ)'র মাতা তাঁর বেলাদতের সময় দেখেছেন যে, এমন এক নূর যদ্বারা শামের সমস্ত মহল্লা তাঁর জন্য পরিষ্কার হয়েছে।"[১১৪]

ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এই হাদিসটিকে ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং ইমাম হাকেম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহীহ বলেছেন।[১১৫]

---

১১৩. ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়ত, ১/১১১ পৃ., ইমাম সুহাইলী, রওযুল উনূক, ২/৯৪ পৃ.

১১৪. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ২৮/৩৮৭ পৃঃ, হা/১৭১৫০, ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২/৬৫৬ পৃ. হা/৪১৭, ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ২য় খণ্ড, ১৩৪ পৃঃ, হা/১৩২২, ইমাম বায্যার, আল-মুসনাদ, ১০ খণ্ড, ১৩৫ পৃ., হা/৪১৯৯, ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়্যাত, ১ম খণ্ড, ৮০ পৃ., ইমাম তাবারী, তাফসিরে তবারী, ২২/৬১৩ পৃ., ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে আদ-দুররুল মানসূর, ১/৩৩৪ পৃ. এবং ৮/১৪৮ পৃ., সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬৪০৪, ইমাম তবারানী, মু'জামুল কাবীর, ১৮/২৫২ পৃ. হা/৬২৯, ইমাম বাগভী, শরহে সুন্নাহ, ১৩/২০৭ পৃ. হা/৩৬২৬, ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা, ১/১১৮ পৃ., ইমাম কাযি আয়্যায, শিফা শরীফ, ১/১৭১ পৃ., খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ৩/১৬০৪ পৃ. হা/৫৭৫৯, আলবানী মিশকাতের তাহকীকে একে সহীহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১১৫ . ইতোপূর্বে আমরা দেখিছে ইমাম কাস্তালানী (রহ.) এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি সূত্র সংকলন করেছেন। আর এটি হচ্ছে হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.)-এর সূত্র, উক্ত সূত্র ছাড়াও হাদিসটি অনেক সূত্রে হাদিস বর্ণিত আছে।

তৃতীয় সূত্রঃ ইমাম বায়হাকী, ইমাম ইবনে সা'দ, ইমাম তাবরানীসহ অনেক ইমাম সংকলন করেছেন-

عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا كَانَ بَدْءُ أَمْرِكَ؟ قَالَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ , وَبُشْرَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ خَرَجَ مِنِّي

-"হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কিভাবে আপনার শুরু হল? প্রিয় নবি (ﷺ) বলেন, আমি হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়া, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সুসংবাদ, নিশ্চয় আমার মা তাঁর ভিতর থেকে নূর বের হতে দেখেন, ঐ নূরের আলোতে শাম দেশের দালানগুলো আলোকিত হয়ে যায়।" (ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুল নবুয়ত, ১/৮৪ পৃ. ইমাম আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ, হা/১২৩৬, ইমাম ইবনে যা'দ, আল-মুসনাদ, হা/৩৪২৮, ইমাম হারেস, আল-মুসনাদ, হা/৯২৭, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৭৭২৯, তাবরানী, মুসনাদে শামিয়্যীন, হা/১৫৮২) এ হাদিসটি প্রসঙ্গে আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন-

أخرجه ابن سعد بإسناد رجاله ثقات.

-"ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) হাদিসটি সংকলন করেছেন আর সনদের সমস্ত রাবী সিকাহ।" (আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুস-সহিহাহ, ৪/৫৫৯ পৃ. হা/১৯২৫) আলবানী এ হাদিসটি প্রসঙ্গে অন্য পুস্তকে লিখেন-

(صحيح).....ابن سعد عن أبي أمامة

-"(হাদিসটি সহীহ).....ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন আবু উমামা (রা.) থেকে।" (আলবানী, সহিহুল জামেউস সগীর ওয়া যিয়াদাহ, হাদিস নং. ৩৪৫১) ইমাম আব্দুর রাউফ মানাভী (রহ.) লিখেন-

قال ابن حجر: صححه ابن حبان والحاكم

-"ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকেম (রহ.) সনদটিকে সহীহ বলেছেন।" (ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, ৬/৫৮৩ পৃ. মানাভী, ফয়যুল কাদীর, ৩/৫৭৩ পৃ. হাদিস নং. ৪৩৬০)

এ বিষয়ে চতুর্থ সূত্রঃ আমরা দেখবো ইমাম কাস্তালানী (রহ.) হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকেও আরেকটি সূত্র সংকলন করেছেন।

এ বিষয়ে পঞ্চম সূত্রঃ আমরা দেখবো ইমাম কাস্তালানী (রহ.) হযরত হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া হযরত ইসহাক বিন আবদুল্লাহ (রা.) হতেও এ বিষয়ে আরেকটি সূত্র সংকলন করেছেন।

এ বিষয়ে পঞ্চম সূত্রঃ এ বিষয়ে আরেকটি সহীহ রেওয়াতে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ بُصْرَى وَبُصْرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ

-"হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহ.) নবী পাক (ﷺ) কিছু সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তাঁরা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে আপনার নিজের সম্পর্কে বলুন। তখন প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন: আমি ইব্রাহিম (আ.) এর দোয়া, ঈসা (আ.) এর সু-সংবাদ এবং আমার মা দেখেছেন যখন আমাকে গর্ভে বহন করেন যে, তাঁর ভিতর থেকে নূর বের হচ্ছে। এতে সব কিছু আলোকিত হল এবং শাম দেশ পর্যন্ত আলোকিত হল।" (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৪১৭৪, ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়াত, ১ম খণ্ড, ৮৩ পৃ:)

এই হাদিসটি সংকলন করে ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) বলেন,

قَالَ الْحَاكِمُ: خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِينَ، صَحِبَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَإِذَا أَسْنَدَ حَدِيثًا إِلَى الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ

-"ইমাম হাকেম (রহ.) বলেন: 'খালেদ ইবনে মা'দান' একজন উঁচু মাপের তাবেয়ী এবং হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) ও পরবর্তী সাহাবীদের এর সহচর। যখন তাঁর সনদ সাহাবী পর্যন্ত থাকবে তখন ঐ হাদিস সহীহ হবে।" এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছির (রহ.) বলেন, وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قوي -"এই সনদ অতি-উত্তম ও শক্তিশালী।" (ইবনে কাসির: আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খণ্ড, ৩৩৫ পৃ:)

এ বিষয়ে ষষ্ঠ সূত্র: এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়াত রয়েছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجَوَّازُ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي أُمِّي، قَالَتْ: شَهِدْتُ آمِنَةَ لَمَّا وَلَدَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ... فَلَمَّا وَلَدَتْ، خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ الْبَيْتُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَالدَّارُ، فَمَا شَيْءٌ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، إِلَّا نُورٌ

-"হযরত ইবনে আবী সুয়াইদ সাকাফী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান ইবনে আবী আস (রা.) কে বলকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাকে আমার মা বর্ণনা করেছেন: যখন হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে জন্ম দান করেন তখন আমেনা (রা.) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম।... যখন রাসূল (ﷺ) আগমন করলেন, তখন আমেনার ভিতর থেকে নূর বের হল, ফলে ঐ ঘর আলোকিত হয়ে যায় যে ঘরে আমরা ছিলাম। তখন আলো ব্যতীত আর কিছুই দেখিনি।" (ইমাম তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৩৫৫ ও ৪৫৭, ইমাম হাইসামী, মাযমাউয-যাওয়াইদ, ৮/২২০ পৃ. হা/১৩৮৩৯)

ইমাম আবু নুয়াইম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আতা বিন ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে আর তিনি হযরত আমেনা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

لقد رَأَيْت لَيْلَة وَضعته نورا اضاءت لَهُ قُصُور الشَّام حَتَّى رَأَيْتهَا

-"যে রাতে রাসূলে পাক ﷺ এর বিলাদত শরিফ হয়েছে তাঁর জন্য শামের মহল সমূহকে আলোকিত করা হয়েছে এমন কি আমি (এই মহল) দেখেছি।"[১১৬]

ইমাম আবু নুয়াইম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সাদ গোত্রের ওই রমনী থেকে বর্ণনা করেন যিনি তাকে দুধ পান করিয়েছেন, হযরত আমেনা (রাঃ) বলেন,

رأيت كأنه خرج من فرجى شهاب أضاءت له الأرض حتى رأيت قصور الشام.

-"আমি দেখলাম যেন একটি শিহাব (তারকা) এসেছে যদ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়েছে আর আমি শামের মহল সমূহ দেখেছি।"[১১৭]

হযরত হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া হযরত ইসহাক বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) এর সম্মানিত মাতা বর্ণনা করেন,

لَمَّا وَلَدَتْهُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَ لَهُ قصور الشام.

-"যখন তাঁর আবির্ভাব হলো তখন এমন এক নূরের আগমন ঘটল যার কারণে শামের মহল সমূহ আলোকিত হয়েছে।"[১১৮] সুতরাং তাঁর আবির্ভাব হয়েছে পবিত্রতার সাথে কোন ধরণের অপবিত্রতা তাঁর সাথে ছিলনা। ইমাম ইবনে সাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এটি বর্ণনা করেছেন।

অতএব, উল্লেখিত হাদিস গুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) পৃথিবীতে আগমনের সময় নূর হয়েই এসেছেন এবং যা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নূর। ফলে মানুষ ঐ নূর ও নূরের আলো দেখতে পায়।

১১৬. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নবুয়্যাত, ১ম খণ্ড, ৬৪ পৃ., ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১/৭৯ পৃ., ইমাম মুকরিযি, ইমতাউল আসমা, ৪/৫৩ পৃ.

১১৭. ইমাম দিয়ার বকরি, তারিখুল খামিস, ১/২০৩ পৃ., আল্লামা বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/৫২৯ পৃ., আল্লামা মুকরিযি, ইমতাউল আসমা, ৪/৫৩ পৃ., ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১/৯৭ পৃ.

১১৮. ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা, ১/৮১ পৃ.

হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (ﷺ) তাঁর কবিতার মধ্যে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন,

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ ... وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ

"যখন তাঁর বেলাদত শরীফ হলো, পৃথিবী তখন আলোকিত হয়েছে আর তাঁর নূরের দ্বারা আসমানও আলোকিত হয়েছে।"

فَنَحْنُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ فِي ... الضِّيَاءِ وَسُبْلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ

"সুতরাং আমরা সেই রৌশনী নূর এবং হেদায়তের রাস্তার উপরই চলব।"[১১৯]

লাতায়েফ (লাতায়েফুল মা'আরেফ)'র মধ্যে (হাফেজ আবদুর রহমান বিন রজব হাম্বলী) বর্ণনা করেন, তাঁর আবির্ভাবের সময় নির্গত নূরের মধ্যে ওই নূরের দিকে ইশারা ছিল যে, যা তিনি নিয়ে এসেছেন। যার উসিলায় সমস্ত পৃথিবী বাসীর হেদায়ত লাভ হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে শিরকের অন্ধকার দূর হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ () يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

-"নিশ্চই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট একটি নূর (হুযূর পুর নূর ﷺ) এবং স্পষ্ট একটি কিতাব এসেছে। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা এসব লোকদেরকে নিরাপদ রাস্তার হেদায়ত দান করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির উপর চলেন এবং তাদেরকে তাঁর হুকুমে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন।"[১২০]

তাঁর সাথে বের হয়ে আসা নূরের সাথে বসরার প্রসাদ আলোকিত হওয়া এ কথার উপর ইঙ্গিত করে যে, মুলকে শামকে তাঁর নূরানী নবুওয়াতের সাথে খাস করা হয়েছ কেননা তা তাঁর হুকুমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি হযরত কাব (ﷺ) উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমোক্ত কিতাব সমূহে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, তাঁর বেলাদত শরীফের স্থান মক্কা

---

১১৯. ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়ত, ৫/২৬৮ পৃ., ইমাম কাযি আয়্যায, শিফা শরীফ, ১/৩২৯ পৃ., ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৭০ পৃ., ইমাম ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ১/১৯৫ পৃ., ইমাম মুকরিযি, ইমতাউল আসমা, ৩/১৯৪ পৃ.

১২০. সূরা মায়েদা, আয়াত নং-১৫-১৬

শরীফ, তাঁর হিজরতের স্থান ইয়াসরিব (মদিনা শরীফ) আর তাঁর হুকুমত হবে শামে।

সুতরাং আমাদের নবী কারিম (ﷺ)'র নবুওয়াতের সূচনা মক্কা শরিফ হতে হয়েছে এবং তাঁর সালতানাত শামে পরিপূর্ণ হয়েছে এজন্য মি'রাজ রজনীতে তাঁকে শাম দেশ তথা বায়তুল মুকাদ্দাসে নেয়া হয়েছে যেমনিভাবে তাঁর পূর্বে হযরত ইবরাহিম (আলায়হিস সালাম) শামে হিজরত করেছেন, এ স্থানেই হযরত ঈসা (ﷺ) অবতরণ করবেন এবং এটাই হবে হাশরের ময়দান।

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম ইবনে হিব্বান রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং ইমাম হাকেম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) রাসূলে পাক (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে-

عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ،

-"তোমাদের উপর অব্যশক শাম দেশে অবস্থান করা, এটি আল্লাহ তা'য়ালার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান, আল্লাহ তা'য়ালা এ স্থানে তাঁর প্রিয় বান্দাদের একত্রিত করেন।"[১২১]

ইমাম আবু নুয়াইম রহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (رضي الله عنه) আর তিনি তার মাতা আশ-শিফা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত আমেনা (رضي الله عنها) থেকে যখন রাসূলে পাক ﷺ এর বেলাদত শরীফ হল, তখন আমার হাতে তাশরীফ এনে তাঁর আওয়াজ বের হল অর্থাৎ- চিৎকার করলো। তখন আমি কাউকে বলতে শুনলাম-

قَائِلًا يَقُولُ رَحِمَكَ اللهُ وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى قُصُورِ الرُّومِ.

'আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন' হযরত শেফা (رضي الله عنها) বলেন, আমার জন্য পূর্ব পশ্চিমের মাঝে আলোকিত করা হল, শেষ মেষ আমি রুম প্রাসাদ দেখলাম।' অতঃপর আমি তাঁকে কাপড় পরিধান করালাম (কিছু কিছু নুসখাতে البنته রয়েছে অর্থাৎ তাঁকে দুগ্ধপান করালাম, এর উদ্দেশ্য হল তাঁকে তাঁর সম্মানিত মায়ের কাছে নেয়া হল যাতে মধু পান করানো হয়) তাঁকে শুয়ানো হল, অতিঅল্প সময়ে

১২১. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২৮/২১৫ পৃ. হা/১৭০০৫, সুনানে আবি দাউদ, তৃতীয় খণ্ড, ৪ পৃঃ হা/২৪৮৩, মুসতাদরেকে হাকেম, ৪র্থ খণ্ড, ৫১ পৃ.) ইমাম তাবরানী, মুসনাদিশ শামীয়ীন, ২/১৯৩ পৃ. হা/১১৭২, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/২৭৫ পৃ. হা/৩৫০২৪, ইমাম খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ৩/১৭৬৭ পৃ. হা/৬২৭৬, ইমাম ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/২৭৬ পৃ.

অন্ধকার, ভয় এবং কম্পন আমাকে ঘিরে ধরলো। তাঁকে আমার থেকে অদৃশ্য করা হল। তখন কেউ একজনকে বলতে শুনলাম তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? উত্তরে বললেন, পূর্ব দিকে। হযরত শিফা বললেন, এ দৃশ্যটি আমার অন্তরে সর্বদা ছিল, অবশেষে তাঁর নবুওয়াত যখন প্রকাশ পেল সর্বপ্রথম আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।"[১২২]

রাসুলে কারিম (ﷺ)'র বিলাদত শরিফের আশ্চার্য বিষয়াবলী:

রাসূলেপাক ﷺ এর বিলাদত শরিফের আশ্চার্য বিষয়াবলীর মধ্যে একথাটিও অন্যতম যা ইমাম বায়হাকী এবং ইমাম আবু নুয়াইম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি সাত অথবা আট বছরের শিশু ছিলাম, আমি যা কিছু দেখতাম এবং শুনতাম তা অনুধাবন করতে পারতাম। একদিন সকালে এক ইয়াহুদী চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে ইয়াহুদী দল! হে ইয়াহুদী জামাত! এটা বলারপর তার পাশে সবাই একত্রিত হল, তিনি তাদেরকে যা কিছু বলেছেন তার সবটুকু আমি শুনলাম। তোমাদের জন্য ধ্বংসের কথা হল,

قَدْ طَلَعَ نَجْمُ أَحْمَدَ الَّذِي يُولَدُ بِهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ.

-"হযরত আহমদ (ﷺ) এর তারকা উদিত হয়েছে। যার কারণে আজ রাতেই তাঁর বেলাদত শরীফ হয়েছে।"[১২৩] উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন যে, মক্কা শরীফে এক ইয়াহুদী বাস করতো, যে রাতে রাসূলে পাক (ﷺ) এর বিলাদত শরিফ হয়েছে, তখন সে বলতে লাগলো, হে কুরাইশ দল! আজ রাতে কী তোমাদের এখানে কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে কী? তারা বললো! আমাদের জানা নেই। তখন সে বললো,

وُلِدَ اللَّيْلَةَ نَبِيُّ هَذِهِ الأُمَّةِ

-"দেখ আজ এ উম্মতের নবি ﷺ তাশরিফ এনেছেন।" তাঁর দু'স্কন্ধের মাঝে নবুওয়াতের আলামত রয়েছে। তিনি ফিরে গিয়ে অবাক হলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুতালিবের সন্তান জন্ম লাভ করেছেন।

---

১২২. ইমাম কাযি আয়্যায, শিফা শরীফ, ১/৩৬৬ পৃ.

১২৩. ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩২৭ পৃ., বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/১০১ পৃ., ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩৩৯ পৃ., সিরাতে ইবনে হিশাম, ১/১৭১ পৃ.

ওই ইয়াহুদী কুরাইশদের সঙ্গী তাঁর সম্মানিত আম্মাজানের কাছে গেলো। তখন হযরত আমিনা (রাঃ) রাসূলে পাক ﷺ কে বাইরের লোকদের কাছে প্রেরণ করলেন। ইহুদী আলামত দেখার সাথে সাথেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো এবং বলতে লাগলো, হে কুরাইশ বনি ইসরাঈলের নবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে, হে কুরাইশ অনুসারী! শোন! আল্লাহর শপথ! এ নবীর উসিলায় তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তাঁর শুভাগমনের সংবাদ পৃথিবী প্রাচ্য এবং প্রাশ্চত্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এই বর্ণনাটি ইয়াকুব বিন ছুফিয়ান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সূত্রে 'হাসান' সনদে বর্ণিত। এমনটি ফাতহুল বারীর মধ্যেও আছে।[১২৪]

তাঁর বিলাদত শরিফের আশ্চর্য বিষয়ের মধ্যে আরেকটি হল, পারস্য সম্রাটের রাজ প্রাসাদ কম্পিত হওয়া এবং তার চৌদ্দটি গম্বুজ ভেঙ্গে পড়া এবং বুহাইরার তাবরিয়ার পানি শুকিয়ে যাওয়া। অনুরূপভাবে ইরানের অগ্নিকুন্ডের অগ্নি বন্ধ হল যেটি একহাজার বছর ধরে জ্বলছিল, কখনো বন্ধ হয়নি।

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আবু নুয়াইম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনুরূপভাবে ইমাম খারায়েতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার "হাওতেফ"র মধ্যে এবং ইমাম ইবনে আসাকির রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।[১২৫]

চৌদ্দটি গুম্বুজ ভেঙ্গে যাওয়ার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ সংখ্যার অনুপাতে সেখানে শাসকগণ শাসন করবে। সুতরাং ইবনে যুফারের বর্ণনা মতে সে চৌদ্দ বছর শাসন করে। আল্লামা ইবনে সায়্যিদুন্নাস (আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইয়ামুরী আন্দুলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো বৃদ্ধি করে বলেছেন যে, হযরত উসমান (রাঃ) এর শাসন পর্যন্ত এদের শাসন অবশিষ্ট ছিল।[১২৬]

বিলাদত শরিফের আরেকটি আশ্চর্য বিষয় হলো শিহাব (তারাকা)'র মাধ্যমে আকাশ সুসজ্জিত হয়েছে এবং সেখানে শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে। অনুরূপভাবে সেখানে কান লাগিয়ে শয়তানের ফেরেশতাগণের কথা শুনাও বন্ধ হয়েছে।

আল্লামা (আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন আলী) শাকরাতিসি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কতই না সুন্দর বলেছেন, তিনি বলেন-

---

১২৪ . ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, ৬০১ পৃ. হা/৪১৭৭, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেশক, ২য় খণ্ড, ৪৮ পৃ., ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা, ১/১২৯ পৃ.

১২৫ . ইমাম আবু নুয়াইম, দালায়েলুন নবুওয়াত, ১ম খণ্ড, ৪১ পৃঃ ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত, ১/১২৬ পৃ.

১২৬ . ইমাম ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, ২৬৯ পৃঃ

ضاءت لمولده الآفاق واتصلت ... بشرى الهواتف فى الإشراق والطفل

"রাসূলে আকরাম ﷺ এর বেলাদতের সময় সমস্ত পৃথিবী উজ্জ্বল হয়েছে এবং সকাল সন্ধ্যা গোপন দূরালাপনীর মাধ্যমে সুভসংবাদ আসতে লাগলো।"

وصرح كسرى تداعى من قواعده ... وانقض منكسر الأرجاء ذا ميل

"কিসরার প্রসাদ সমূহ নিজ ভিত্তি পর্যন্ত গিয়ে ভেঙ্গে গেলো, তার আশপাশ অতি সহসা ভেঙ্গে পড়ল।

ونار فارس لم توقد وما خمدت ... مذ ألف عام ونهر القوم لم يسل

ইরানের অগ্নিকুন্ডের আগুন নিভে গেলো, হাজার বছর পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও নিভেনি, আর সম্প্রদায়ের ছোট কৃষ্ণ, উপসাগর প্রবাহিত হয়নি।

خرت لمبعثه الأوثان وانبعثت ... ثواقب الشهب ترمى الجن بالشعل

"অনুরূপ তাঁর বেলাদতের সময় প্রতীমা তার মস্তক অবনত করলো এবং তারাকা সমূহ তাদের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে শয়তানকে প্রহার করতে লাগলো।"

রাসুলেপাক (ﷺ)'র খতনা মুবারক

রাসূলে আকরাম ﷺ খতনা কৃত এবং নাভি কর্তন অবস্থায় তাশরিফ এনেছেন। যেমনটি ইমাম ইবনে আসাকির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) এর হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন।[১২৭]

ইমাম তাবরানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) "মু'জামুল আওসাতে" ইমাম আবু নুয়াইম, ইমাম খতীব (বাগদাদী) এবং ইমাম ইবনে আসাকীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিভিন্ন সূত্রে হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলেপাক ﷺ ইরশাদ করেন-

مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِّي أَنِّي وُلِدْتُ مَخْتُونًا، وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِي

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে মান মর্যাদা দিয়েছেন তম্মধ্যে একটি হল আমি খতনাকৃত অবস্থায় এসেছি এবং আমার লজ্জাস্থান কেউ দেখেনি।"[১২৮]

---

১২৭. আল্লামা ইবনে রযব হাম্বলী, লাতায়েফুল মা'আরেফ, ১৮৪ পৃ.

১২৮. ইবনে আসাকির, তারিখে দামেস্কঃ, ২য় খণ্ড, ৩২ পৃ., ইমাম তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৬/১৮৮ পৃ. হা/৬১৪৮, ইমাম যিয়াউদ্দিন মুকাদ্দাসী, আহাদিসুল মুখতার, ৫/২৩৩ পৃ. হা/১৮৬৪, ইমাম সুয়ূতি, আল-খাসায়েসুল কোবরা, ১/৯০ পৃ., ইবনে কাসির, বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৩২৫ পৃ., মুত্তাকী হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ১১/৪১১ পৃ. হা/৩১৯২৪ এবং হা/৩২১৩৪, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নবুয়ত, ১/১৫৪ পৃ. হা/৯১, ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩৪৭ পৃ., তিনি বলেন- سنده جيد -"এ সনদটি শক্তিশালী।"

ইমাম যিয়াউদ্দিন মুকাদ্দাসী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) "আল-মুখতার" (আল-আহাদিসিল মুখতার)-এর মধ্যে একে সহীহ বলেছেন।

হযরত ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন-

وُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْرُورًا مَخْتُونًا.

-"রাসূলেপাক ﷺ খতনা কৃত অবস্থায় তাশরিফ এনেছেন।" ইমাম ইবনে আসাকির (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এটি বর্ণনা করেছেন।"[১২৯]

ইমাম হাকেম (রহমতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর 'আল-মুস্তাদরাকে' লিখেন-

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وُلِدَ مَخْتُونًا

-"মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলে পাক ﷺ খতনাকৃত অবস্থায় তাশরীফ এনেছেন।"[১৩০]

ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) এরপরে বলেন, এ হাদিস সহীহ কিনা তা আমার জানা নেই, তাহলে এটি মুতাওয়াতির কিভাবে হবে? তার উপরে বলা হয়েছে যে, তাওয়াতির এ হাদিসটির প্রসিদ্ধতা, অধিক সিরাত গ্রন্থে এর বর্ণনার জন্যই বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা অনুযায়ী সনদ অনুসারে নয়।

খতনার ব্যাপারে অপরাপর মতামতও রয়েছে, হাফেজ যায়নুদ্দিন আল ইরাকী থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক ﷺ থেকে খতনা সম্পর্কিত বর্ণনাকে কামাল বিন আদীম যয়ীফ বলেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কোন কিছুই প্রমাণ নেই। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিমও এ কথা পরিষ্কারভাবে বলেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, এ বিষয়টি রাসূলে পাক ﷺ এর খাসায়েস নয়, কেননা অনেকেই তো খতনাকৃত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে।[১৩১]

ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) নকল করেন যে, আরবরা মনে করতো কোন সন্তান যদি চাঁদনী রাতে জন্ম গ্রহণ করতো (যেমন রাসূলে পাক ﷺ ১২ রবিউর আউয়াল তাশরীফ এনেছেন।) তখন তার বালফা (প্রশ্রাব স্থানের ছিদ্র) খুলে যেত, সুতরাং তা খতনাকৃত হয়ে যেত।

---

১২৯ . ইমাম সুয়ূতি, আল-খাসায়েসুল কোবরা, ১/৯০ পৃ., ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩৪৭ পৃ.

১৩০ . ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, ৬৫৭ পৃ: হা/৪১৭৭

১৩১ . আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম, যাদুল মা'আদ: ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২

বিলাদাত শরিফের তারিখ ও সময়

নবী কারিম (ﷺ)'র বিলাদত শরিফের বছরঃ

রাসূলেপাক (ﷺ) 'র বিলাদত শরিফের বছর নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ (ইতিহাসবেত্তা)'র মতে হস্তী বছরই হলো বিলাদত শরিফের বছর। হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)ও একই কথা বলেছেন। অধিকাংশ আলিম একথাটি মুত্তাফাকুন আলাইহি বলেছেন। তাঁরা আরো বলেন, এতে যে মতানৈক্য আছে তা সন্দেহ বাচক।

প্রসিদ্ধ কথা হলো, তিনি হস্তী বাহিনীর ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর তাশরিফ এনেছেন। বড় একটি দলের সাথে ইমাম সুহাইলী رحمة الله عليه এর অবস্থান (মতামতও) এটা।[১৪২]

একটি মত এটাও আছে যে, তাঁর বিলাদত শরিফ হস্তী বাহিনীর ঘটনার পঞ্চান্ন দিন পরে হয়েছে। অন্যান্যরা ব্যতীত আল্লামা দিমইয়াতী (رحمة الله عليه)'র দৃষ্টিভঙ্গিও এটা। এটাও বলা হয়েছে যে, হস্তী বাহিনীর ঘটনার একমাস বা চল্লিশ দিন পর তাঁর বেলাদত শরীফ হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, উক্ত ঘটনার দশ বছর পর তাঁর বেলাদত শরিফ হয়েছে (আল্লামা মুগলাতাঈ হানাফী رحمة الله عليه বলেন, একথাটি সঠিক নয়)। এটাও বলা হয়েছে যে, উক্ত ঘটনার পনের বছর পূর্বে তাঁর বেলাদত শরীফ হয়েছে।

এগুলো ছাড়াও আরো মতামত রয়েছে। প্রসিদ্ধ কথা হলো, হস্তীর ঘটনার পরেই তিনি তাশরীফ এনেছেন। কেননা হস্তী বাহিনীর ঘটনা তাঁর নবুওয়াতের সূচনা এবং পূর্বাভাষ ছিল। নতুবা আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুমের মতানুসারে (যে ছিল আহলে কিতাব নাসারা) আর এসময় মক্কাবাসীর মোকাবেলায় তার ধর্ম উত্তম ছিল। কেননা মক্কাবাসীরা তখন মূর্তি পূজা করতো, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে (মক্কাবাসী আহলে কিতাবের উপর সাহায্য করেছেন) হস্তী বাহিনীর ঘটনার কোন বান্দার হাত ছিল না, বরং এটি ছিল মহা সম্মানিত নবীর আগমনের শুভসংবাদ, যিনি মক্কা শরীফে তাশরীফ এনেছেন, অনুরূপভাবে সম্মানিত শহর (মক্কা শরীফ)'র কারনে এমনটি হয়েছে।[১৪৩]

---

১৪২. ইমাম ইবনে হিশাম, আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ, ২য় খণ্ড, ১০৭ পৃঃ

১৪৩. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যুম, যাদুল মা'আদঃ ১ম খণ্ড, ৩১ পৃঃ

বিলাদত শরিফের মাস

রাসূলেপাক (ﷺ) এর বিলাদত শরিফের মাস নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হলো- 'রবিউল আউয়াল' মাস। জমহুর আলেমদের মতও এটা। আল্লামা ইবনুল জাওযী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর উপর ঐক্যমত পোষণ করে বর্ণনা করেছেন।[১৪৪]

কিন্তু এটি (ইত্তেফাক) হওয়ার বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। কেননা কারো কারো মতে, সফর মাসের কথাও বলা হয়েছে। কারো মতে তিনি রবিউস সানী শরীফে তাশরীফ এনেছেন। কেউ কেউ বলেছেন তাঁর বেলাদত শরীফ রজব মাসে হয়েছে। কিন্তু এগুলো সহীহ (বিশুদ্ধ) নয়। মাহে রমজানের কথাও বলা হয়েছে। এ মতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) এর এমন সনদে এসেছে যা সহীহ (বিশুদ্ধ) নয়। কিন্তু ওসব আলেমদের মতানুসারে যারা বলেন তাঁর সম্মানিত আম্মাজান আইয়ামে তাশরীকে হামেলা হয়েছেন। তবে সর্বাধিক আশ্চার্য হয়ে উঠার মত হল যে, তাঁর বেলাদত শরীফ আশুরার দিন হয়েছে।

বিলাদত শরিফের দিনঃ

মাসের কোন দিন তাঁর বিলাদত শরিফ হয়েছে সে ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। একটি মত হল কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। তিনি রবিউল আউয়াল শরিফের সোমবার তাশরীফ এনেছেন, তবে জমহুরের মতে এ দিনটি নির্দিষ্ট।

সুতরাং বলা হয়েছে রবিউল আউয়াল শরীফের দু'রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর বেলাদত শরীফ হয়েছে। একটি মতানুসারে রবিউল আউয়ালের আট তারিখ। শায়খ কুতুবুদ্দিন আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (শাফেয়ি) বলেন, অধিকাংশ মুহাদ্দিস এমত পছন্দ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এবং হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম (رضي الله عنه) এর মত এটি।

এ ব্যাপারে অবগত অধিকাংশ আলেমদের পছন্দনীয় মত এটি। ইমাম হুমাইদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং তাঁর উস্তাদ ইবনে হাজমের মতও এটি।

ইমাম কাযাঈ (আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সালামা) রহমাতুল্লাহি আলায়হি তার "উয়ূনুল মা'রিফ" এটার উপর আহলে মিকাত (সময় বিশেষজ্ঞ)'র ইজমা হয়েছে বলে নকল করেছেন। ইমাম জুহরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) যিনি আরব বাসীর নসব এবং তারিখ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী, তিনি তাঁর পিতা হযরত জুবাইর ইবনে মুতঈম (رضي الله عنه)

১৪৪. আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মোস্তফা, ১ম খণ্ড, ৯০ পৃঃ

থেকে অবগত হয়ে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়ে থাকে ১০ই রবিউল আউয়াল তাঁর বেলাদত শরীফ হয়েছে।

আবার কারো মতে রবিউল আউয়াল শরিফের বারো তারিখ তাঁর বিলাদত শরিফ হয়েছে। আরববাসীগণ এর উপরই আমল করেন। এই দিন তাঁরা তাঁর বিলাদত শরিফের স্থান যিয়ারত করতেন।

কেউ কেউ সতেরো আবার কেউ কেউ আঠারো তারিখ বলেন। আবার কারো মতে.রবিউল আউয়াল শরিফের আট দিন বাকী থাকতেই তাঁর বিলাদত শরিফ হয়েছে।

বলা হয়েছে, এ দু'মতের সম্পর্ক যাদের সাথে তাঁদের থেকে সহীহ্ কোন প্রমাণই নেই।

প্রসিদ্ধ মত হল তাঁর বিলাদত শরিফ 'রবিউল আউয়াল শরিফের বারো তারিখ সোমবার হয়েছে। ইতিহাস বিশেষজ্ঞ তাবেয়ী ইমাম ইবনে ইসহাক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) (ওফাত. ১৫১ হি.) এমনটিই বলেছেন।[১৪৫]

অনুরূপভাবে তাঁর বেলাদত শরীফ মুহরাম, রজব, রমজান অথবা অন্যকোন সম্মানিত মাসে হয় নি। কেননা রাসূলে পাক (ﷺ) এর শারাফাতের সম্পর্ক কোন মাসের সাথে নয়, বরং স্থানের মতো সময়ও তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে মর্যাদাবান হয়েছে।

আর তাঁর বেলাদত শরীফ যদি উক্ত মাসসমূহে হতো তবে এ ধারণা করা হতো যে, অমুক মাসের কারণে তাঁর মর্যাদা এবং মর্তবা হয়েছে। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বেলাদত শরীফ উপরোক্ত মাস সমূহ ছাড়া অন্য মাসে রেখেছেন যাতে তাঁর ইনায়ত এবং তাঁর কারণে উক্ত মাসের সম্মান প্রকাশ পায়।

জুম'আ মুবারকের অবস্থায় যখন এটিই হলো যে, এদিন হযরত আদম (عليه السلام) এর বেলাদত শরীফ হয়েছে। এদিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে, সময়ে কোন মুসলমান আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তা দান করেন। সুতরাং ওই সময় সম্পর্কে ধারণা কি হতে পারে? যে সময়ে সমস্ত রাসূল ﷺ গণের সর্দার তাশরীফ এনেছেন? আর আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলে পাক ﷺ এর বেলাদত দিবস তথা সোমবারে নির্দিষ্ট কোন ইবাদত নির্ধারণ করেননি, অথচ জুম'আর দিন রেখেছে যে দিন হযরত আদম

---

১৪৫. ইমাম ইবনে ইসহাক, সিরাতে নববিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, ১০, পৃ., এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত *'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন'* ১ম খণ্ডের ২৩২-২৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।

(ﷺ) তাশরীফ এনেছেন। অর্থাৎ জুম'আর নামাজ, খুৎবা ইত্যাদি। এর কারণ হলো আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলে আকরাম ﷺ এর সম্মান এবং মর্যাদার কারণে তাঁর তাশরীফ আনয়নের দিন অর্থাৎ সোমবারকে তাঁর উম্মতের জন্য শিথিল করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"আমি আপনাকে সমস্ত জাহানের জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।"[১৪৬]

আর রহমত থেকে একটি হল যে, তাঁর বেলাদত শরীফের দিনে নির্দিষ্ট কোন ইবাদতের মুকাল্লিফ না করা।

বিলাদত শরিফের সময়

রাসূলে আকরাম ﷺ এর বিলাদত শরিফের সময় নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মত হলো- ওই দিন ছিলো সোমবার। হযরত আবু কাতাদাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ

-"রাসূলেপাক ﷺ কে সোমবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেছেন, এদিনে আমার বিলাদত হয়েছে এবং এদিনেই আমার নবুওয়াত প্রকাশ পেয়েছে।"[১৪৭]

এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, তিনি দিনে তাশরিফ এনেছেন। মুসনাদে ইমাম আহমদে রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَتُوُفِّيَ ﷺ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ

-"নবী কারিম ﷺ সোমবার তাশরিফ এনেছেন। সোমবারে তাঁর নবুওয়াত প্রকাশ পেয়েছে, সোমবারে তিনি মক্কা শরিফ থেকে মদিনা শরিফে তাশরিফ এনেছেন এবং হাজরে আসওয়াদও সোমবারে নাসিব হয়েছে।"[১৪৮]

---

১৪৬. সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং- ১০৭

১৪৭. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, ৩৬৮ পৃ:, কিতাবুস সিয়াম, হা/১১৬২, ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ৩৭/২২৪ পৃ. হা/২২৫৫০, বায়হাকী, আস-সুনানুল কোবরা, ৪/৪৮৪ পৃ. হা/৮৪৩৪, সহীহ ইবনে খুজায়মা, ৩/২৯৮ পৃ. হা/২১১৭, সুনানে আবি দাউদ, ২/৩২২ পৃ. হা/২৪২৬, খতিব তিবরিযি, মিশকাত, ১/৬৩৫ পৃ. হা/২০৪৫, পরিচ্ছেদ: بَابُ الْقَضَاءِ

অনুরূপভাবে মক্কা বিজয় ও সূরা মায়িদা নাযিল হয়েছে সোমবারে। এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলেপাক ﷺ'র বিলাদত শরিফ সোমবার ফজরের সময় হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (رضي الله عنه) বলেন-

كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ رَاهِبٌ مِنَ الرُّهْبَانِ يُدْعَى عِيصًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَكَانَ مُتَخَفِّرًا بِالْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَكَانَ اللهُ قَدْ آتَاهُ عِلْمًا كَثِيرًا وَجَعَلَ فِيهِ مَنَافِعَ كَثِيرَةً لِأَهْلِ مَكَّةَ مِنْ طِيبٍ وَرِفْقٍ وَعِلْمٍ.

وَكَانَ يَلْزَمُ صَوْمَعَةً لَهُ وَيَدْخُلُ مَكَّةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَيَلْقَى النَّاس وَيَقُول: إِنَّه يُوشك أَن أَنْ يُولَدَ فِيكُمْ مَوْلُودٌ يَا أَهْلَ مَكَّةَ يَدِينُ لَهُ الْعَرَبُ وَيَمْلِكُ الْعَجَمَ، هَذَا زَمَانُهُ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ وَاتَّبَعَهُ أَصَابَ حَاجَتَهُ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ فخالفه أَخطَأ حَاجته، وَبِاللهِ مَا تَرَكْتُ أَرْضَ الْخَمْرِ وَالْخَمِيرِ وَالْأَمْنِ وَلَا حَلَلْتُ بِأَرْضِ الْجُوعِ وَالْبُؤْسِ وَالْخَوْفِ إِلَّا فِي طلبه.

وَكَانَ لَا يُولد بِمَكَّة مولد إِلَّا يَسْأَلُ عَنْهُ، فَيَقُولُ مَا جَاءَ بَعْدُ.

فَيُقَالَ لَهُ: فَصِفْهُ.

فَيَقُولُ لَا.

وَيَكْتُمُ ذَلِكَ لِلَّذِي قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَاقٍ مِنْ قَوْمِهِ، مَخَافَةً عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَاعِيَةً إِلَى أَدْنَى مَا يَكُونُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَذَى يَوْمًا.

---

১৪৮ . মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, ৩০৪ পৃ: হা/২৫০৬, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেশক, ৩য় খণ্ড, ৬৭ পৃ:, ইমাম তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১২/২৩৭ পৃ. হা/১২৯৮৪, ইমাম তাবারী, তাফসিরে তাবারী, ৮/৯০ পৃ., ইমাম সুয়ূতি, তাফসিরে আদ-দুররুল মানসুর, ৩/১৯ পৃ., ইমাম ইবনে আছির, জামেউল উসূল, ১২/১১০ পৃ., ইমাম মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৪৪৪ পৃ. হা/৩৫৫২২, ইমাম সুয়ূতি, জামেউল আহাদিস, ৩৬/২৪২ পৃ. হা/৩৯১৮৬, ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৫ পৃ. ইমাম হাইসামী (رحمه الله) লিখেন-

وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ مِنْ أَهْلِ الصَّحِيحِ.

সনদে ইবনে লাহিয়াহ রয়েছে, সে সামান্য দুর্বল, এছাড়া বাকি সকল রাবী সহীহ বুখারীর ন্যায় সিকাহ।" (মাযমাউয-যাওয়াউদ, ১/১৯৬ পৃ. হা/৯৪৯)

وَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ الْيَوْمِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عبد الله ابْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَتَى عِيصًا، فَوَقَفَ فِي أصل صومعته ثمَّ نَادَى: يَا عيصاه.

فَنَادَاهُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ.

فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: كُنْ أَبَاهُ فَقَدْ وُلِدَ الْمَوْلُودُ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَيُبْعَث يَوْم الِاثْنَيْنِ، وَيَمُوت الِاثْنَيْنِ. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ وُلِدَ لِي مَعَ الصُّبْحِ مَوْلُودٌ. قَالَ فَمَا سَمَّيْتَهُ؟ قَالَ: مُحَمَّدًا قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِي أَنَّ يَكُونَ هَذَا الْمَوْلُودُ فِيكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ لِثَلَاثِ خِصَالٍ نَعْرِفُهُ بِهَا، مِنْهَا أَنَّ نَجْمَهُ طَلَعَ الْبَارِحَةَ، وَأَنَّهُ وُلِدَ الْيَوْمَ، وَأَنَّ اسْمَهُ مُحَمَّدٌ.

-"মররায যাহরান নামক স্থানে শাম দেশীয় একজন রাহিব ছিল যাকে আসি বলা হতো, তিনি বলেছেন, হে মক্কাবাসী! অচিরেই তোমাদের মধ্যে একজন শিশু জন্ম লাভ করবেন, আরববাসীরা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবে এবং তিনি অনারবেরও মালিক হবেন। এটি এই শিশুর সময়। সুতরাং যখনই মক্কা শরীফে কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করতো তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হতো। যখন ওই সকাল আসলো, যার মধ্যে রাসূলে পাক ﷺ তাশরীফ এনেছেন তখন হযরত আবদুল মুত্তালিব আসী রাহেবের পাশ দিয়ে গমন করলেন। তিনি যখন আওয়াজ দিলেন তখন তিনি তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, (হে আবদুল মুত্তালিব!) এই সন্তানের পিতা হয়ে যান। যে সন্তানের ব্যাপারে আমি আপনাদের বলেছিলাম তিনি অবশ্যই সোমবার দিনে তাশরিফ আনবেন। সোমবারে তাঁর নবুওয়াতের প্রকাশ হবে এবং সোমবার দিনেই তাঁর ইন্তেকাল হবে। হযরত আবদুল মুত্তালিব বললেন, উক্ত রাতের শেষে সকালেই তিনি তাশরীফ এনেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর নাম কি রেখেছেন? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। রাহেব আল্লাহর শপথ করে বললেন, আমি চেয়েছিলাম এই নবজাতক আপনাদের ঘরেই তাশরীফ আনবেন। এই নবজাতকের মধ্যে আমি তিনটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এক: তারকা অতিক্রান্তের রাত উদিত হয়েছে। দুই: তিনি আজ দিনে তাশরীফ এনেছেন। তিন: এই নবজাতকের নাম মুহাম্মদ ﷺ।[১৪৯]

---

১৪৯ . ইমাম তাবারী, তাফসিরে তাবারী, ১২/৪৯৮ পৃ., ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, ২৭২ পৃ:, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেশক,

এই হাদিসটি ইমাম আবু জাফর বিন আবী শায়বা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং ইমাম আবু নুয়াইম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) দালায়েলুন নবুওয়াতের দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। (ইমাম ইবনে কাসির, লিখেন- وَفِيهِ غَرَابَةٌ. -"হাদিসটির সনদ বিরল।"[১৫০]

বলা হয়েছে যে, তাঁর বিলাদত শরিফ "গোফর"র উদয় কালে হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট এমন তিনটি তারকা যাদের পাশে চাঁদ উদিত হয়। এটাই হলো আম্বিয়ায়ে কেরাম ﷺ এর বিলাদতের সময়।

সৌরমাস অনুযায়ী তা এপ্রিল মাস, এটি হামলের রাশি এবং এই মাস থেকে বিশ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে।

এটাও বর্ণিত আছে যে, তাঁর বিলাদত শরিফ রাতে হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, মক্কা শরিফে এক ইহুদি ছিলো যে ব্যবসা করতো, যে রাতে রাসূলেপাক ﷺ তাশরিফ এনেছেন সে বলতে লাগলো-

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللَّيْلَةَ مَوْلُودٌ؟

হে কুরাইশ গোত্র! আজ রাতে কী তোমাদের এখানে কোনো নবজাতক জন্ম গ্রহণ করেছেন? তারা বললো-

فَقَالُوا: وَاللهِ مَا نَعْلَمُهُ،

-"তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা জানি না।" সে বললো- আজ রাতে এই আখেরি উম্মতের নাবি তাশরিফ এনেছেন। তাঁর দু'স্কন্ধের মাঝে এমন এক চিহ্ন রয়েছে যাতে স্তুপীকৃত কিছু চুল বিদ্যমান যা দেখতে ঘোড়ার মুকুটের শীর্ষের পলকের মত।

সুতরাং তারা ইহুদিকে সাথে নিয়ে তাঁর মায়ের কাছে গেলেন। ইহুদী নবজাতককে আনতে বললো। হযরত আমিনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে নিয়ে আসার পর কাপড় উঠিয়ে আলামত দেখার সাথে সাথে ইহুদী বেহুশ হয়ে পড়ে গেলো। হুশ আশার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে, সে আল্লাহর শপথ করে বললো-

ذَهَبَتْ وَاللهِ النُّبُوَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

৩য় খণ্ড, ৪২৭ পৃ., ইবনে কাসির, সিরাতে নববিয়্যাহ, ১/২২৩ পৃ., ইমাম মুকরিযি, ইমতাউল আসমা, ৩/৩৮১ পৃ.

১৫০. ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, ২৭২ পৃ:, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন এবং ইবনে কাসির, সিরাতে নববিয়্যাহ, ১/২২৩ পৃ. তবে এ ধরনের হাদিস দিয়ে ফাযায়েল হিসেবে দলিল দেয়া বৈধ।

-"বনী ইসরাঈল থেকে নবুওয়াত চলে গেছে। ইমাম হাকেম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এটি বর্ণনা করেছেন।"[১৫১] আল্লামা শায়খ বদরুদ্দীন যারকশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

والصحيح أن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت نهارًا

-"বিশুদ্ধ কথা হল তাঁর বিলাদত শরিফ দিনে হয়েছে।" আর যেসব বর্ণনায় তারকা উদয়ের কথা আছে, ইমাম ইবনে দাহইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেগুলোকে দুর্বল বলেছেন। কেননা এর দ্বারা বুঝা যাবে যে, তাঁর বিলাদত শরিফ রাতে হয়েছে। তিনি আরো বলেন, এই বিষয়টিকে দলীল বানানো যাবে না। কেননা নবুওয়াতের সময়ে অস্বাভাবিক কাজ হতে পারে, আর দিনেও তারকা উদিত হওয়া বৈধ।

লাইলাতুল কদর ও মিলাদ রজনী

এখন যদি বলা হয় রাসূলেপাক ﷺ এর মিলাদ শরিফে রাতে হয়েছে, তাহলে কদরের রাত উত্তম নাকি মিলাদ রজনী উত্তম? উত্তরে বলা হয়েছে যে, মিলাদ রজনীই সর্বোত্তম। এর তিনটি কারণ রয়েছে।

এক: মিলাদ রজনীতে রাসূলেপাক ﷺ এর আগমন ঘটেছে, আর লাইলাতুল কদর তাঁকে দান করা হয়েছে। আর যে সত্ত্বার কারণে এই রাতের মর্যাদা অর্জন হয়েছে তা অবশ্যই উক্ত বস্তু থেকে উত্তম হবে। কেননা কদর রজনী যে তাকে দেয়া হয়েছে এতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং এ দৃষ্টি কোনে মিলাদ রজনী সর্বোত্তম।

দুই: কদর রাত মর্যাদাবান হয়েছে এতে ফিরিশতা অবতীর্ণ হওয়ার কারণে। আর মিলাদ শরিফের রাত এজন্য উত্তম হয়েছে যে, তাতে রাসূলে আকরাম (ﷺ) তাশরিফ এনেছেন। আর যে সত্ত্বার কারনে মিলাদ শরিফের রাত মর্যাদাবান হয়েছে সে সত্ত্বা ওই ফিরিশতাদের থেকে উত্তম, যাঁদের কারণে লাইলাতুল কদর মর্যাদা লাভ করেছে। এটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মত।

তিন: কদর রাত কেবল উম্মতে মুহাম্মাদী ﷺ এর উপর মহান আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ। আর মিলাদ শরিফের রজনী সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলেপাক ﷺ কে সমস্ত জাহানের জন্য রহমত হিসেবে

---

১৫১ . ইমাম হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ২য় খণ্ড, ৬০১ পৃ: হা/৪১৭৭, ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে শিফা, ১/৭৪৪ পৃ., ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়ত, ১/১০৮ পৃ. ইমাম মুকরিযি, ইমতাউল আসমা, ৩/৩৮০ পৃ., ইমাম মাওয়ারিদী, এ'লামুন নবুয়ত, ১/১৭৪ পৃ., ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, ২৬৭ পৃ:, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

প্রেরণ করেছেন। সুতরাং এভাবে সমস্ত সৃষ্টির জন্য অনুগ্রহ হাসিল হয়েছে। সুতরাং এ রাতের উপকারীতা ব্যাপক এবং এই রজনীই হলো সবচেয়ে উত্তম। সুতরাং হে মাস! তোমার কতইনা মর্যাদা অর্জন হয়েছে। আর তোমার রাত কতইনা সম্মানযোগ্য। এটি যেন হারের মধ্যে মণিমুক্তা। আর হে চেহরা মুবারক! এই মওলুদ কতইনা মর্যাদাবান এবং সম্মানিত। কবি বলেন-

يقول لنا لسان الحال منه ... وقول الحق يعذب للسميع

فوجهى والزمان وشهر وضعى ... ربيع فى ربيع فى ربيع

-"আপনি জবান মুবারকে আমাদেরকে বলেন, আর সত্য কথা শ্রবণকারী মিষ্টি লাগে যে, আমার চেহরা সময় এবং বেলাদতের মাস সম্মানিতের মধ্যে সম্মানিত, সম্মানিতের মধ্যে সম্মানিত এবং সম্মানিতের মধ্যে সম্মানিত।"[১৫২]

হামল (গর্ভ) সময়সীমা ও শুভ আগমনের স্থান

রাসূলে আকরাম ﷺ কতোদিন আম্মাজানের শেকম (পেট) মুবারকে ছিলেন। এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এক বর্ণনানুসারে নয় মাস, কেউ বলেন আট মাস, কেউ কেউ বলেন সাত মাস আবার কারো কারো মত হলো হামলের সময়সীমা ছয় মাস ছিলো।

তাঁর বিলাদত শরিফ ওই বরকতময় স্থানে হয়েছে, যেটি (পরবর্তীতে) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাই মুহাম্মদ বিন ইউসুফের কাছে ছিলো। এর নাম "শা'বুন" রাখা হয়েছে। (এর পূর্বে এ স্থানটি আক্বীল বিন আবি তালিবের কাছে ছিলো, তার ছেলে মুহাম্মদ বিন ইউসুফের কাছে বিক্রি করেছে।[১৫৩] কারো মতে এর নাম "রদম" আবার কেউ কেউ একে "আছফান" বলে থাকেন।

বিলাদতের সময় দুগ্ধপান

আবু লাহাবের আযাদকৃত বাঁদী সুয়াইবা তাঁকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন। তিনি যখন রাসূলেপাক ﷺ এর বিলাদতের শুভসংবাদ দিয়েছেন তাঁকে আবু লাহাব আযাদ করে দেয়। (আবু লাহাবের মৃত্যুর পর) তাকে স্বপ্নে দেখা গেলে জিজ্ঞাসা করা হলো, তার কবরের অবস্থা কেমন? সে বললো-

---

১৫২. ইমাম বুরহানুদ্দীন হালবী, সিরাতে হালবিয়্যাহ, ১/৮৪ পৃ., ইমাম ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩৩৪ পৃ.

১৫৩. বর্তমানে এখানে একটি লাইব্রেরী আছে, এর নিকটেই একটি সুড়ঙ্গ রয়েছে, যেটি মিনার দিকে গিয়েছে।

فقال: فى النار، إلا أنه خفف عنى كل ليلة اثنين، وأمص من بين أصبعى هاتين ماء، وأشار برأس أصبعيه وأن ذلك بإعتاق لثويبة عندما بشرتنى بولادة النبى ﷺ - وبإرضاعها له

আমি আগুনে রয়েছি তবে প্রতি সোমবার আযাব হালকা করা হয় এবং এ দুই আঙ্গুলের মাঝখান থেকে পানি চুষণ করি। সে আঙ্গুলের দিকে ইশারা করলো। আর এটি (হালকা করণ) এ কারণে যে সময় সুয়াইবা হুযূর ﷺ এর বিলাদতের সংবাদ দিয়ে ছিল তাকে আমি আযাদ করে দিই। অনুরূপভাবে সে তাঁকে দুগ্ধপান করিয়েছেন।[১৫৪]

মুহাদ্দিস ইবনে জাযরী رحمة الله عليه বলেন-

فإذا كان هذا أبو لهب الكافر، الذى نزل القرآن بذمه جوزى فى النار بفرحه ليلة مولد النبى- ﷺ - به، فما حال المسلم المؤحد من أمته- عليه السّلام- الذى يسر بمولده، ويبذل ما تصل إليه قدرته فى محبته ﷺ -، لعمرى إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم.

-"আবু লাহাবের অবস্থা এমন যে, তার মন্দত্বের কথা পবিত্র কুর'আন মাজিদে এসেছে, (আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক, আর সে ধ্বংস হবারিই।)

বিলাদত শরিফে খুশি হওয়ার কারণে জাহান্নামেও তাকে উত্তম বদলা দেয়া হয়েছে। সুতরাং ওই সমস্ত মুসলমান যারা তাওহীদের আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত, নবী কারিম ﷺ এর উম্মত, মিলাদুন্নাবীতে খুশী উদযাপন করে, সাধ্যানুযায়ী খরচ করে, আমার জীবনের শপথ! আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর এমন বিনিময় মিলবে যে, তাকে নিজ অনুগ্রহে নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতুল নাঈমে প্রবেশ করাবেন।"

---

১৫৪ . সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, ৭৬৪ পৃ:, কিতাবুন নিকাহ, হা/৫১০১, ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১/৩৪৩ পৃ. ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, ২৭৩ পৃ:, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।

মিলাদুন্নাবী (ﷺ)'র অনুষ্ঠান

ولا زال أهل السلام يحتفلون بشهر مولده- عليه السّلام-، ويعملون الولائم، ويتصدقون فى لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون فى المبرات. ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. ومما جرب من خواصه أنه أمان فى ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، فرحم الله امرآ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك أعيادا، ليكون أشد علة على من فى قلبه مرض وأعيا داء

-"মুসলমানগণ যুগযুগ ধরেই মিলাদুন্নাবী ﷺ এর অনুষ্ঠান উদযাপন করে আসছে। গুরুত্বের সাথে দাওয়াতের আয়োজন করে, এই মাসের রাতে বিভিন্নভাবে সাদকা করে খুশি প্রকাশ করে। এগুলোকে তাদের নেক আমলে সংযোজন করে এবং অত্যন্ত তাজিমের সাথে মিলাদ শরীফ পালন করে (অর্থাৎ বেলাদত মুবারকের সময় যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনা পূর্বক অত্যন্ত তাজিমের সাথে রাসূলে পাক ﷺ ফযিলত বর্ণনা করে) আর মুসলমানদের উপর প্রত্যেক প্রকারের অনুগ্রহ এবং বরকত প্রকাশ করে। মিলাদ শরিফ উদযাপন করার মধ্যে একটি পরীক্ষিত বিষয় হলো যে, সে বছরের পূর্ণ সময়ে নিরাপদ থাকে এবং উদ্দেশ্য পূরণের শুভসংবাদ অর্জিত হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা ওই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন যে মিলাদুন্নবী শরিফের মাসের রাত সমূহকে ঈদের মতো পালন করে। কেননা এই (ঈদ) ওসব মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টের কারণ হয় যাদের অন্তরে রোগ (!) রয়েছে।"

(এই ব্যাধির কারণে তারা মীলাদ শরীফ পালন কারীর উপর নারাজ হয়ে থাকে)

মিলাদ শরিফের মাহফিলকে অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র রাখা

আল্লামা ইবনুল হাজ্জ আল-মালেকি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর "আল-মাদখাল"র মধ্যে ওসব লোকদেরকে কঠোরভাবে বাঁধা দিয়েছেন, যারা মিলাদ শরিফের মাহফিলের মধ্যে নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ পূর্ণ করার লক্ষ্যে অনর্থক বাঁশী বাজিয়ে গান করে। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে ভাল নিয়্যতের পূণ্য দান করবেন।

আর আমাদেরকে সুন্নতের রাস্তা অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। নিঃসন্দেহে তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কল্যাণের জন্য পাথেয়।

দুগ্ধপানের আলোচনা

(সুফিয়ায়ে কিরাম হতে আহলে আশারাগণ) বলেন, রাসূলেপাক ﷺ এর যখন বিলাদত শরিফ হয়েছে তখন বলা হলো এই দুররে এতিমের প্রতিপালন কে করবে? যার উদাহরণ কোনো কিছু দিয়েই হবে না, তখন পাখিরা বললো, আমরা উনার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে একে গণীমত (মূল্যবান নিয়ামত) হিসেবে গ্রহণ করবো। বনের জন্তুরা বললো, আমরাই উনাকে প্রতিপালনের সবচেয়ে বেশি হকদার যে, এর মর্যাদা আমরাই অর্জন করবো।

সুতরাং আল্লাহর কুদরতী জবান থেকে ঘোষণা আসলো, হে সৃষ্টিজগত! নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তা'য়ালা অনেক পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছেন যে, এই নবী ﷺ কে দুগ্ধপান করার মর্যাদা হযরত হালিমা সাদিয়া (رضي الله عنها)ই অর্জন করবে।

হযরত হালিমা (رضي الله عنها)'র বর্ণিত হাদিস

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াই রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আবু ই'য়ালা রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম তাবরানী রহমতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর বর্ণনানুযায়ী হযরত হালিমা বিনতে আবু যায়ীব আবদুল্লাহ বিন হারেছ সাদিয়া (رضي الله عنها) বলেন, আমি সাদ বিন বকর গোত্রের কতিপয় মহিলার সাথে মক্কা শরিফে আসলাম। তখন ছিল দুর্ভিক্ষের বছর, আমরা দুগ্ধপান করানোর জন্য সন্তানের খোঁজে ছিলাম।[১৫৫]

আমি আমার লম্বা কান বিশিষ্ট জন্তুর উপর আরোহন করে আসছিলাম, আমার সাথে ছিল আমার এক সন্তান (আবদুল্লাহ বিন হারেস), একজন বৃদ্ধ এবং একটি বৃদ্ধা উষ্টী।

আল্লাহর শপথ! তা একফোঁটা দুধও দেয়নি, আর আমরা (অধিক ক্ষুধার কারণে) পুরোরাত ঘুমায়নি। আমার স্তনে এত সামান্যও দুধ ছিল না যে, বাচ্ছাকে পান করাবো, আর বৃদ্ধা উষ্টীটির স্তনেও দুধ ছিল না যা দিয়ে আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করবো।[১৫৬]

আমরা মক্কা শরিফে পৌঁছলাম, আল্লাহর শপথ! আমাদের পরিচিত যতজন নারীর কাছেই রাসূলেপাক ﷺ কে পেশ করা হলো সবাই অস্বীকার করেছে। আল্লাহর শপথ! আমার সাথে আসা সবাই কোননা কোন বাচ্ছা পেয়েছে, কিন্তু

---

১৫৫ . ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী, দালায়েলুন নবুওয়াত, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃ:

১৫৬ . ইমাম ইবনে হিশাম, সিরাতুন নববিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃ:, ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত, ১ম খণ্ড, ১৩২ পৃ.

আমার জন্য রাসূলে পাক ﷺ ছাড়া আর কোনো সন্তান ছিলো না। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললাম যে, এই বিষয়টি আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছেনা যে, আমার সাথীদের সাথে আমি কোন বাচ্ছা ছাড়া ফিরে যাবো। আমি গিয়ে উক্ত এতীম নবজাতককে নিলাম, আমি গিয়ে দেখলাম তিনি (ﷺ) একটি পশমের কাপড়ে শুয়ে আছেন, যা দুধ থেকে অত্যাধিক শুভ্র এবং এর থেকে কস্তুরীর খুশবু আসতেছে, এর নিচে একটি সবুজ রেশমী কাপড় ছিলো। আমি দেখলাম তিনি পিঠের উপর শুয়ে শ্বাস নিচ্ছেন। আমি তাঁর সৌন্দর্য দেখলাম, আমি শংকা করছিলাম যে, তিনি জাগ্রত হয়ে যাবেন। আরেকটু কাছে গিয়ে আমার হাত তাঁর সিনা মুবারকের উপর রাখার সাথেই তিনি তাবাস্সুম দিলেন ও আমাকে দেখার জন্য চোখ মুবারক খুললেন।

তাঁর চোখ মুবারক থেকে এমন নূর বের হলো যে, তা আসমানে উঠে গেলো, আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। তাঁর দু'চোখের মাঝে চুম্বন করলাম ও আমার ডান স্তন তাঁর মুখ মুবারকে দিলাম। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে দুধ পান করার পর তাঁর জবান মুবারকে আমার বাম স্তন দিলে তিনি তা পান করেন নি। পরবর্তীতেও একই অবস্থা হয়েছিলো।

আহলে ইলমদের মতে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে এ সংবাদ দান করেছেন যে, এ দুগ্ধ পানের মধ্যে তাঁর সাথে অন্য একজন রয়েছেন।

সুতরাং তাঁর অন্তরে আদলের ইলহাম এসেছে। হযরত হালিমা (رضي الله عنها) বলেন, তিনিও পরিতৃপ্ত হয়ে দুধ পান করেছেন এবং তাঁর দুধভাইও পরিতৃপ্তভাবে পান করেছেন। তারপর তাঁকে নিয়ে সোজা আমার বাড়িতে আসলাম, তাঁকে দুগ্ধপান করালাম, সুতরাং তিনি এবং তাঁর দুধভাই তৃপ্তভরে দুগ্ধপান করলেন।

আমার স্বামী উটের দিকে গিয়ে দেখলেন উটের দুধের স্তন দুধেপরিপূর্ণ। তিনি উঠ থেকে এতবেশি দুধ দোহন করলেন যে, আমি এবং আমার স্বামী তৃপ্তভরে পান করলাম এবং একটি উত্তম রাত অতিক্রম করলাম। আমার স্বামী আল্লাহর শপথ করে বলেন, হে হালিমা! আমার মনে হয় তুমি একজন বরকত মন্ডিত নবজাতক লাভ করেছো। তুমি কি খেয়াল করনি যে, যখন থেকেই এই নবজাতককে আমরা এনেছি, আমরা বরকতের সাথেই রাত যাপন করছি। আল্লাহ তা'য়ালা সর্বদা আমাদেরকে বরকত দান করবেন।

ইমাম ইবনে তুগরীবীক رحمه الله (النطق المفهوم) "আন-নুতকুল মাহফুম"র একটি বর্ণনানুযায়ী হযরত হালিমা (رضي الله عنها) বলেন, হযরত হালিমা সাদিয়া (رضي الله عنها) এর স্বামী

এ বিষয়টি দেখার পর গোপন এবং এ ব্যাপারে চুপ থাকতে বলেন। যে রাতে এই নবজাতক জন্ম গ্রহণ করেছেন তখন থেকে ইহুদী আলেমদের না ভাল করে দিন কাটতেছে না রাতে তাদের ঘুম হচ্ছে।

হযরত হালিমা সাদিয়া (রাঃ) বলেন, রমনীগণ একে অপরকে বিদায় জানান আর আমি রাসূলেপাক (ﷺ)'র সম্মানিত দাদা থেকে রুখসাত নিলাম, তারপর আমার লম্বা কান বিশিষ্ট জন্তুর উপর আরোহন করে রাসূলে পাক ﷺ কে সামনে বসালাম। তিনি বলেন, আমি দেখলাম জন্তুটি কা'বা শরিফের দিকে তিনটি সিজদা করে আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে চলতে লাগলো। শেষতকে আমাদের সাথীদের যে জন্তুগুলো আমাদের সাথে ছিলো সেগুলোকে অতিক্রম করে সামনের দিকে চলতে লাগলো। তারা আশ্চার্য হয়ে গেলো। আমার পেছনের মহিলারা বলতে লাগলো, হে আবু যুওয়াইবের কন্যা! আপনার সাথে লম্বা কান বিশিষ্ট জন্তুটি আসার সময় ক্ষুধার্ত ছিলো, কখনো তা নিচে আবার কখনো উপরে তুলে দিয়েছিল। উত্তরে আমি আল্লাহর শপথ করে বললাম, এটি আগের বাহনটিই। তখন তারা আশ্চার্য হয়ে বললো, এর মর্যাদা অনেক বড়ো।

হযরত হালিমা (রাঃ) বলেন, এই লম্বা কান বিশিষ্ট জন্তু বলতে লাগলো, আল্লাহর শপথ! আমার একটি বড় মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে মৃত্যুর পর জীবন দিয়েছেন। হে বনু সাদের মহিলা! তোমাদের উপর আল্লাহ দয়া করুন। তোমরা গাফলতের মধ্যে রয়েছ। আমার পিঠে কে আছেন জান! আমার পিঠে রয়েছেন সমস্ত নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সমস্ত রাসূলগণের সর্দার এবং মহান আল্লাহর প্রিয় মাহবুব। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যদের বর্ণনা মতে হযরত হালিমা (রাঃ) বলেন, অতঃপর সাদ গোত্রে আসলাম, আমার জানা মতে এই স্থানের বড় অনাবাদী জায়গা ছিল না। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর অনায়াশে ছাগলগুলো চরে দুগ্ধবর্তী হতে লাগলো। আমরা তা হতে দুধ দোহন পূর্বক তৃপ্তভরে পান করলাম, কিন্তু অন্যান্যরা এক ফোটা দুধ দোহনও করতে পারেনি এবং পানও করেনি। এবং তাদের স্তনেও দুধ ছিল না। শেষমেষ আমাদের সম্প্রদায়ের যে সব লোক তথায় ছিল, তারা তাদের রাখালদের বলতে লাগলো! আবু যুওয়াইবের কন্যার চরানোর স্থানে চরাও। সুতরাং তাদের যে জন্তুগুলো সকালেও ক্ষুধার্ত ছিল, আমার জন্তু সাথে মিলে চরার ফলে তাদের মধ্যেও দুধ চলে আসলো।[১৫৭]

---

১৫৭. ইমাম ইবনে হিশাম, সিরাতে নববীয়্যাহ, ১/১০৯ পৃ.

সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা ওই মহান স্বত্ত্বাকে কী পরিমাণ বরকত দিয়েছেন, যাঁর বদৌলতে হযরত হালিমা (রাঃ) এর জন্তুর সংখ্যা অধিক হতে লাগলো, তাঁর মান মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে এবং মোটা তাজা হয়েছে। হযরত হালিমা (রাঃ) সর্বদা এর কল্যাণকে অনুধাবন করতেন এবং এর কল্যাণের দ্বারা সফলতা অর্জন করতেন।

কবি বলেন:

لقد بلغت بالها شمى حليمة ... مقاما علا فى ذروة العز والمجد

وزادت مواشيها وأخصب ربعها ... وقد عم هذا السعد كل بنى سعد

"হাশেমী (দুররে ইয়াতীম) এর উসিলায় হযরত হালিমা (রাঃ) এর মান মর্যাদা আকাশ চূড়ায় পৌঁছল।

"তাঁর জন্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং তাঁর স্থানে (সম্প্রদায়ের মধ্যে) স্বচ্ছলতা ফিরে আসলো। আর এই সৌভাগ্যটি সাদ গোত্রের সকলেরই অর্জিত হল।"

ইমাম ইবনে তরাহ (রহঃ) বলেন, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুয়াল্লা আযদাওয়ীর কিতাব "আর-রকীসে" দেখলাম হযরত হালিমা (রাঃ) নবী করিম ﷺ এর গুণকীর্তন যেসব কবিতার মাধ্যমে করেছেন, তন্মেধ্যে নিম্নোক্ত কবিতাও ছিল-

يا رب إذ أعطيته فأبقه ... وأعله إلى العلا وأرقه

"হে আমার রব! আপনি আমাকে এই শিশুকে দিয়েছেন, এঁকে আপনি অবশিষ্ট রাখুন এবং উচুঁ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছান। যে সব দুশমন তাঁর ব্যাপারে মন্দ ধারণা করে তাদেরকে নিশ্চিন্ন করে দিন।"

অন্যান্য ইমামগণের মতে, রাসূলেপাক ﷺ এর দুধবোন হযরত শায়মা (রাঃ) তাঁর প্রতিপালন এবং তাঁর প্রশংসা বর্ণনাপূর্বক বলেন-

هذا أخ لم تلده أمى ... وليس من نسل أبى وعمى

فديته من مخول معمى ... فأنمه اللّٰهُمَّ فيما تنمى

"এটা আমার ভাই (কিন্তু) একে আমার মা জন্ম দেয়নি এবং সে আমার বাপ-চাচার বংশধর নয়।"

"এর উপর আমি মাতুলালয় এবং দাদার বাড়ি সৃষ্টি করব। হে আল্লাহ! যাদেরকে আপনি বৃদ্ধি করেন, এদের মধ্যে তাকেও বৃদ্ধি করুন।"

ইমাম বায়হাকি (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম শায়খুল ইসলাম আবু উসমান ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান আস-সাবুনী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (المائتين) "আল-মিয়াতাইন"এর মধ্যে। ইমাম খতীব বাগদাদ এবং ইমাম ইবনে আসাকীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ নিজ ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে তাগরীবীক সিয়াফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি (النطق المفهوم) "আন-নুতকুল মাফহুম" এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, আমি আরয করলাম,

يَا رَسُولَ اللهِ، دَعَانِي إِلَى الدُّخُولِ فِي دِينِكَ أَمَارَةٌ لِنُبُوتِكَ، رَأَيْتُكَ فِي الْمَهْدِ تُنَاغِي الْقَمَرَ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِكَ، فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالَ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّثُهُ وَيُحَدِّثُنِي، وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ

-"হে রাসূল ﷺ! আপনার ধর্মে প্রবেশ করার জন্য আপনার নবুওয়াতের ওই আলামত দাওয়াত দিয়েছে যে, আমি দেখলাম আপনি দোলনার মধ্যে চাঁদের সাথে কথা বলেছেন, আপনার আঙ্গুলী দ্বারা চাঁদকে ইশারা করেছেন, যেদিকে আপনি ইশারা করছেন চাঁদ সেদিকে যাচ্ছে। নবী কারিম ﷺ ইরশাদ করেন, আমি তার সাথে কথা বলতাম, সেও আমার সাথে কথা বলতো, আমি কান্না করলে সেও কান্না করতো, অনুরূপভাবে সে যখন আরশের নিচে সিজদা করতো আমি তার আওয়াজ শুনতাম।"[১৫৮]

ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

تفرد بِهِ أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الحبلى وَهُوَ مَجْهُولٌ

-"এই হাদিসটি কেবল হালাবী (ইমাম আহমদ বিন ইবরাহীম জিলী) একক বর্ণনা করেছেন, সে মাজহুল বা অজ্ঞাত রাবী।"[১৫৯] ইমাম সাবুনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وَقَالَ الصَّابُونِي هَذَا حَدِيث غَرِيب الْإِسْنَاد والمتن فِي المعجزات حسن

১৫৮ . ইমাম আস-সাবুনীঃ আল-মিয়াতাইন, ইমাম ইবনে আসাকীর, তারিখে দামেস্ক, মুত্তাকী হিন্দি কানযুল উম্মাল, ১১ খণ্ড, ৩৮৩ পৃঃ হা/৩১৮২৮, ইবনে কাসির, আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, ২৬৬ পৃঃ, ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়ত, ২/৪১ পৃ., ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৩৪৯ পৃ. এবং ১০/৪৮১ পৃ., ইবনে কাসির, সিরাতে নববিয়্যাহ, ১/২১১ পৃ., ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১/৯১ পৃ. এবং জামেউল আহাদিস, ১০/১৬৪ পৃ. হা/৯৩২৯

১৫৯ . ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়ত, ২/৪১ পৃ., ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১/৯১ পৃ., ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১০/৪৮১ পৃ., ইবনে কাসির, সিরাতে নববিয়্যাহ, ১/২১১ পৃ., ইবনে কাসির, আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, ২৬৬ পৃঃ,

-"এই হাদিসের সনদ এবং মতন গরীব কিন্তু মু'জিযা বর্ণনার ক্ষেত্রে তা উত্তম।"[১৬০]

দোলনার মধ্যে কথা বলা ও অপারাপর মু'জিযা সমূহ

বুখারি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারি'র মধ্যে এসেছে-

وَفِي سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَّمَ أَوَائِلَ مَا وُلِدَ

ইমাম ওয়াকেদী (রহ.) এর সিরাত থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলেপাক ﷺ বিলাদতের সময় কথা বলেছেন।"[১৬১] ইমাম ইবনে সাবা (রহ.) "খাসায়েস"র মধ্যে বলেছেন, তিনি দোলনার মধ্যে ফিরিশতাগণের হরকতের মাধ্যমে হরকত করতেন।[১৬২]

ইমাম বায়হাকি (রহ.) এবং ইবনে আসাকীর (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত হালিমা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন দুধ ছাড়ালাম তখন প্রথম কথা বললেন-

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَلَمَّا تَرَعْرَعَ كَانَ يَخْرُجُ فَيَنْظُرُ إِلَى الصِّبْيَانِ يَلْعَبُونَ فَيَجْتَنِبُهُمْ.

-"আল্লাহ সবার থেকে বড়, আল্লাহর জন্য অগণিত প্রশংসা, সকাল সন্ধ্যা তাঁর জন্য পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তাঁর বয়স যখন বাইরে যাওয়ার মতো হলো তিনি

---

১৬০ . ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১/৯১ পৃ. ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১০/৪৮১ পৃ. আল্লামা জুরকানী (রহ.) লিখেন-

هو في المعجزات حسن ذكره لأن عادة المحدثين التساهل في غير الأحكام والعقائد ما لم يكن موضوعًا

-"মু'জিযা বর্ণনার ক্ষেত্রে এ ধরনের হাদিস উত্তম, কেননা মুহাদ্দিসগণের একটা নীতিমালা হলো, হালাল-হারাম এবং আকায়েদের ক্ষেত্র ছাড়া (ফাযায়েল, মু'জিযা ইত্যাদি বিষয়ে) হাদিস গ্রহণে নমনীয়তা প্রকাশ করেন, যদি তা জাল না হয়। (আল্লামা জুরকানী, শারহুল মাওয়াহেব, ১/২৭৬ পৃ.)

১৬১ . ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৮০ পৃ., ইমাম আবু সা'দ নিশাপুরী, শরফুল মোস্তফা, ১/৩৫৮ পৃ., ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১/৯১ পৃ., ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা, ১/৩৪৯ পৃ.

১৬২ . ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১/৯১ পৃ., ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা, ১/৩৪৯ পৃ.

বাইরে তাশরীফ নিতেন, শিশুদের খেলাধুলা দেখতেন কিন্তু তিনি খেলা করতেন না।"[১৬৩]

ইমাম ইবনে সা'দ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), ইমাম আবু নুয়াইম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং ইমাম ইবনে আসাকির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত হালিমা (رضي الله عنها) তাঁকে দূরে কোথাও যেতে দিতেন না। একদিন তাঁর অজান্তে তাঁর দুধবোন শায়মা (رضي الله عنها) এর সাথে দুপুরের সময় বকরির দিকে তাশরিফ নিলেন, হযরত হালিমা (رضي الله عنها) তাঁর খোঁজে বের হলেন, অবশেষে হযরত শায়মা (رضي الله عنها) এর সাথে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই গরমের মধ্যে কেনো বের হয়েছে? তাঁর বোন উত্তর দিলেন, আম্মাজান! আমার ভাইয়ের গরম অনুভব হয়নি, আমি দেখলাম তাঁকে মেঘে ছায়া দিয়েছে। তিঁনি দাঁড়ালে মেঘ থেমে যায় আর তিনি চললে মেঘও চলতে থাকে, শেষমেষ এই স্থানে তাশরিফ এনেছেন।"[১৬৪]

নবী আকরাম (ﷺ) যত তাড়াতাড়ি বড়ো হতেন কোনো শিশুই এত তাড়াতাড়ি বড়ো হতো না।

বক্ষ মুবারক বিদরণ

হযরত হালিমা (رضي الله عنها) বলেন, তাঁকে যখন দুধ পান করানো বন্ধ করলাম, তাঁকে নিয়ে তাঁর সম্মানিত মায়ের কাছে গেলাম অথচ আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল তিনি আমাদের কাছে আরো অনেক দিন থাকবেন, কেননা তাঁর অবস্থানের কারণে আমরা বরকত হাসিল করি। সুতরাং তাঁর সম্মানিত আম্মার সাথে আলাপ কালে আরয করলাম, আপনি ভাল মনে করলে, তাঁকে আর কিছুদিনের জন্য আমাদের কাছে রেখে দিন যাতে আপনার অধিক মূল্য এবং শক্তি অর্জন হয়। আমরা তাঁর জন্য মক্কা শরীফের মহামারীর শংকা করছি। আমরা তাঁর জন্য পুনরায় দরখাস্ত করছি। অবশেষে হযরত আমেনা (رضي الله عنها) রাসূলে পাক (ﷺ)-কে আমাদের সাথে প্রেরণ করলেন, আমরা তাঁকে নিয়ে পুনরায় ফিরে আসলাম। আল্লাহর শপথ! আমাদের ফেরার দু'তিন মাস পর তাঁর দুধভাইয়ের সাথে আমাদের বাড়ীর পেছনে বকরীর সাথে ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দুধভাই দৌড়ে এসে আমাকে বললো,

---

১৬৩. ইমাম সুয়ূতি, খাসায়িসুল কুবরা, ১ম খণ্ড, ৯৩ পৃ:, ইবনে আসাকীর, ৩/৪৭৪ পৃ., ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুন নবুয়ত, ১/৪০ পৃ.

১৬৪. ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা, ১ম খণ্ড ৯০ পৃ: ইবনে সালেহ শামী, সবলুল হুদা, ১/৩৮৮ পৃ. ইমাম সুয়ূতি, খাসায়েসুল কোবরা, ১/১০০ পৃ., মোল্লা আলী ক্বারী, শরহে শিফা, ১/৭৫৪ পৃ.